কলকাতা হাইকোর্ট

ফৌজদারি পুনর্বিবেচনামূলক বিচারক্ষেত্র

উপস্থিতঃ

মহামান্য বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ

২০২৩ সালের সি. আর. আর. ২৬৫৩

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়

বনাম

ডিরেক্টরেট অফ এনফোর্সমেন্ট (ইডি)

আবেদনকারীর পক্ষে : ড. অভিষেক মনু সিংভি, বরিষ্ঠ আইনজিবি,
শ্রী কিশোর দত্ত, বরিষ্ঠ আইনজিবি,
শ্রী সঞ্জয় বসু, আইনজিবি,
শ্রী সৌমেন মোহান্তি, আইনজিবি,
শ্রী অয়ন পোদ্দার, আইনজিবি,
শ্রী পীযূষ কুমার রায়, আইনজিবি,
শ্রী অগ্নিশ বসু, আইনজিবি,
শ্রীমতী ঋদ্ধি জৈন, আইনজিবি

এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের জন্য : শ্রী এস. ভি. রাজু, বিজ্ঞএ. এস. জি.,
শ্রী ফিরোজ এডুলজি, আইনজিবি.,
শ্রী সম্রাট গোস্বামী, আইনজিবি,
শ্রী জোহেব হোসেন, আইনজিবি,
শুশ্রি অনামিকা পান্ডে, আইনজিবি,
শুশ্রি অমৃতা পান্ডে, আইনজিবি,
শ্রী ঘনশ্যাম পান্ডে, আইনজিবি

ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষের হয়ে (সৌমেন নন্দী) : শ্রী বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য, বরিষ্ঠ আইনজিবি,
শ্রী ফিরদৌস সামিম, আইনজিবি,
শুশ্রি গোপা বিশ্বাস, আইনজিবি,
শুশ্রি পায়েল শোম, আইনজিবি,
শুশ্রি সম্প্রীতি সাহা, আইনজিবি

ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষের হয়ে (রমেশ মালিক) : শ্রী বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য, বরিষ্ঠ আইনজিবি,
শ্রী অরিন্দম জানা, আইনজিবি,
শ্রী সুদিপ্ত দাশগুপ্ত, আইনজিবি,
শ্রী বিক্রম বন্দ্যোপাধ্যায়, আইনজিবি,
শ্রী আর্কা নন্দী, আইনজিবি,
শ্রী সাগর দে, আইনজিবি,
শ্রী সুতীর্থ নায়েক, আইনজিবি

সংরক্ষিত : ২০.০৯.২০২১

বিচার : ২২.০৯.২০২৩

বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ :

বর্তমান পুনর্বিবেচনামূলক আবেদনটি ইসিআইআর/কেএলজেডও-২/১৯/২০২২ এর অধীনে ২৪.৬.২০২২ তারিখের অর্থ লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০০২ এর ধারা ৩ এবং ৪ এর অধীনে এবং আবেদনকারীর

বিরুদ্ধে উক্ত আইনের অধীনে ৮.৬.২০২৩ তারিখের ধারা ৫০(২) এবং ৫০(৩) এর অধীনে প্রয়োগকারী অধিদপ্তর কর্তৃক জারি করা সমনকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে।

বর্তমান সংশোধনী আবেদনে যে আবেদনগুলি অগ্রিম করা হয়েছে তা দুটি দিক: প্রথমত, ECIR বাতিল করার সাথে সম্পর্কিত এবং দ্বিতীয়ত, 8.6.2023 তারিখে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট কর্তৃক জারি করা সমন সম্পর্কিত।

মামলার পটভূমি ১০.৭.২০২৩ তারিখে মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক SLP (C) নং ১১৫৮৮-১১৫৮৯/২০২৩-এ প্রদত্ত একটি আদেশের সাথে সম্পর্কিত, যা আবেদনকারীর দ্বারা পছন্দ করা হয়েছিল এবং বর্তমান মামলার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় উক্ত রায়/আদেশটির প্রাসঙ্গিক অংশ নিম্নরূপে বর্ণনা করা হয়েছে:

> "৯- আমরা আপত্তিকর আদেশে হস্তক্ষেপ করতে আগ্রহী নই কারণ এটি করার ফলে প্রাথমিক পর্যায়ে তদন্ত বন্ধ হয়ে যাবে। তবে, আবেদনকারী আইনে উপলব্ধ সমস্ত প্রতিকার গ্রহণের স্বাধীনতা রাখেন, যার মধ্যে ১৯৭৩ সালের ফৌজদারি কার্যবিধির ৪৮২ ধারা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। যদি আবেদনকারী আইনে উপলব্ধ প্রতিকার গ্রহণ করেন, তাহলে ১৩ এপ্রিল ২০২৩ তারিখের আদেশে বা ২৮ মে ২০২৩ তারিখের আপত্তিকর আদেশে থাকা পর্যবেক্ষণগুলি উপযুক্ত আদালতের নিজস্ব যোগ্যতার ভিত্তিতে এই ধরনের আবেদনের মোকাবেলা করার পথে বাধা হবে না।"

সংশোধন আবেদনের প্রাথমিক শুনানি ২০শে জুলাই, ২০২৩ তারিখে হয়েছিল এবং আবেদনকারীর পক্ষে এটি জমা দেওয়া হয়েছিল যে তার বিরুদ্ধে পিএমএলএ আইন, ২০০২ এর ধারা ৫০ এর অধীনে সমন জারি করা হয়েছে, যা ১৩ই এপ্রিল, ২০২৩ এবং ১৮ই মে, ২০২৩ তারিখের আদেশ অনুসারে ছিল এবং

মাননীয় সর্বোচ্চ আদালত ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৪৮২ ধারার অধীনে বর্তমান আবেদনটি অগ্রাধিকার দেওয়ার অনুমতি মঞ্জুর করেছেন, এই মর্মে যে উপরোক্ত আদেশগুলি উপলব্ধ আইনগত প্রতিকারের পথে বাধা হওয়া উচিত নয়।

এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের (এখন থেকে সংক্ষিপ্ততার জন্য 'ই.ডি.' হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে) পক্ষ থেকে যুক্তি দেওয়া হয়েছে যে, ৮ই জুন, ২০২৩ তারিখে আবেদনকারীকে ১৩ই জুন, ২০২৩ তারিখে হাজির হতে তলব করা হয়েছিল এবং ২৬শে জুন, ২০২৩ তারিখে আবেদনকারীর দ্বারা নথিপত্র দাখিল করা হয়েছিল। যেগুলির যাচাই-বাছাই প্রক্রিয়াধীন ছিল।

আরও যুক্তি দেওয়া হয়েছিল যে আবেদনকারী হাজির হননি বরং শুধুমাত্র ই.ডি.-এর অফিসারকে যে নথিপত্র চাওয়া হয়েছিল সে সম্পর্কে অবহিত করেছিলেন। পরবর্তী তারিখ ২৪শে জুলাই, ২০২৩ নির্ধারণ করা হয়েছিল এবং এই আদালত নির্দেশ দিয়েছে যে ২৪শে জুলাই, ২০২৩ পর্যন্ত আবেদনকারীর বিরুদ্ধে কোনও অর্থের লেনদেন না পাওয়া পর্যন্ত তার বিরুদ্ধে কোনও জবরদস্তিমূলক পদক্ষেপ নেওয়া উচিত নয়।

২৪শে জুলাই, ২০২৩ তারিখে, ই.ডি.-এর পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল জনাব এস.ভি. রাজু, সি.আর.পি.সি.-এর ধারা ৪৮২ এর অধীনে আবেদনটি গ্রহণের জন্য এই আদালতের কর্তৃত্ব সম্পর্কে প্রাথমিক আপত্তি জানান এবং সেই লক্ষ্যে মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক এসএলপি (দেওয়ানী) ডায়েরি নং ১৫৮৮৩/২০২৩-এ ২৮.৪.২০২৩ তারিখের আদেশের প্রতি এই আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

উক্ত আদেশের ৩ নং অনুচ্ছেদ থেকে একটি উল্লেখ করা হয়েছে যা হল নিম্নরূপঃ

“৩. প্রতিলিপিটি বিবেচনা করার পর, আমরা নির্দেশ দিচ্ছি যে, কলকাতা হাইকোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি এই মামলার মুলতুবি কার্যধারা কলকাতা হাইকোর্টের অন্য কোনও বিচারপতির কাছে পুনরায় নিয়োগ করবেন। ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি যে বিচারপতির কাছে কার্যধারা পুনরায় নিয়োগ করবেন, সমস্ত অ্যাপ্লিকেশন যা এই বিষয়ে সরানো যেতে পারে তিনি তা গ্রহণ করতে পারবেন।”

এই আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছিল ১লা মে, ২০২৩ তারিখে কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি কর্তৃক গৃহীত নিয়োগ আদেশের দিকে, যেখানে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যে "রিট পিটিশন, রিট পিটিশনে দায়ের করা সমস্ত আবেদন এবং সহ দায়ের করা যেতে পারে এমন আরও কোনও পর্যালোচনার আবেদন/গুলি বিচারপতি অমৃতা সিনহার হাতে ন্যস্ত করা হয়েছে।

বিজ্ঞ এএসজি আরও উল্লেখ করেছেন যে মাননীয় বিচারপতি অমৃতা সিনহা কর্তৃক ২০২২ সালের WPA 9979-এ ১৪.৭.২০২৩ তারিখের আদেশটি দেওয়া হয়েছিল, যা নিম্নরূপ:

"মুলতুবি তারিখে পক্ষে উপস্থিত বিদ্বান উকিলরা সিবিআই এবং ইডি তদন্তকারী আধিকারিকদের বিবরণ পৌর কেলেঙ্কারি মামলার তদন্ত করছে।"

এই আদালত বিজ্ঞ এএসজি-র কাছে জানতে চেয়েছিল যে জামিন আবেদন এবং অন্যান্য সম্পর্কিত ফৌজদারি বিষয়গুলি কি সেই একই মাননীয় বিচারকের দ্বারা গ্রহণ করা উচিত, যিনি ২০২২ সালের WPA 9979-এর মামলায় রয়েছেন। এর জবাবে, বিজ্ঞ এএসজি দাখিল করেছেন যে আদেশ সম্পর্কে তাঁর বোধগম্যতা অনুসারে, সেই একই মাননীয় বিচারক যিনি ২০২২ সালের WPA 9979-এর মামলায় রয়েছেন, তিনিই এই মামলার সাথে সম্পর্কিত জামিনের বিষয়গুলি গ্রহণ করবেন।

ডঃ সিংভির পাল্টা যুক্তি ছিল, শিক্ষিত উকিল আবেদনকারীর পক্ষে উপস্থিত হওয়া, যা দেখার প্রয়োজন নেই। তবে, এটি একটি সত্য

যখন অন্যান্য অভিযুক্ত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে একই ই. সি. আই. আর-এর সঙ্গে সম্পর্কিত জামিনের আবেদনগুলি এই আদালত গ্রহণ করেছিল, তখন ই. ডি. এই আদালতের কর্তৃত্ব সম্পর্কিত এই বিষয়টি কখনই গ্রহণ জামিনের আবেদন করেননি ।

যাইহোক, ই. ডি.-র গৃহীত অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে, এই আদালত এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির সামনে নথি পেশ করা উপযুক্ত এবং উপযুক্ত বলে মনে করে যে এই আদালতের পুনর্বিবেচনার আবেদন গ্রহণ করার দৃঢ় সংকল্প ছিল কিনা। কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি, তাঁর আদেশে তারিখ ২৫.৭.২০২৩ নিম্নরূপ পর্যবেক্ষণ করতে পেরে খুশি হয়েছিলঃ

"বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ শুনবেন ধারা ৪৮২ সি.আর. পি.সি. এর অধীনে আবেদন শুনানির সংকল্প।"

এরপর এই আদালত ই.ডি.-এর কাছ থেকে স্পষ্টীকরণ চেয়েছিল যে তারা ২৫.৭.২০২৩ তারিখের মাননীয় প্রধান বিচারপতি, কলকাতা হাইকোর্ট কর্তৃক প্রদত্ত প্রশাসনিক আদেশ/অ্যাসাইনমেন্ট আদেশের বিরুদ্ধে মাননীয় সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করতে চান কিনা এবং লিখিত নির্দেশনা জমা দিতে চান কিনা এবং তারপর, এই আদালত, ধারা ৪৮২ সিআর.পি.সি.-এর অধীনে আবেদনের শুনানি শুরু করবে।

তদনুসারে, মামলার তদন্তকারী আধিকারিকের দ্বারা ০২.০৮.২০২৩ তারিখের একটি লিখিত নির্দেশ জমা দেওয়া হয়েছিল যে, তাঁদের মহামান্য প্রধান বিচারপতির আদালত, কলকাতা প্রশাসনিক আদেশকে চ্যালেঞ্জ না করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

এরপর আবেদনটি ০৩.০৮.২০২৩ তারিখে শুনানি/চূড়ান্ত নিষ্পত্তির জন্য গৃহীত হয়।

ডঃ সিংভি প্রথমে আবেদনের প্রাসঙ্গিক নথি এবং অনুচ্ছেদের দিকে এই আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন যেখানে বিভিন্ন ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে যেখানে আবেদনকারী এবং তার আত্মীয়দের কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাগুলি দ্বারা অসুবিধার সম্মুখীন হতে বাধ্য করা হয়েছিল। এটি দাখিল করা হয়েছিল যে আবেদনকারী এবং তার পরিবারের সদস্যরা কেন্দ্রীয় সরকারের সংস্থাগুলি দ্বারা সংঘটিত বিভিন্ন অসৎ কর্মকাণ্ডের শিকার হয়েছেন যার মধ্যে রয়েছে বিপরীত পক্ষ (ইডি), সিবিআই এবং অন্যান্য। আবেদনকারী এবং তার পরিবারের সদস্যদের লক্ষ্যবস্তু করা হয়েছে কারণ আবেদনকারী পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের শাসক দল এআইটিসির সদস্য। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাগুলি বারবার আবেদনকারী এবং তার পরিবারকে আক্রমণ এবং তিরস্কার করার যে প্রচেষ্টা করছে তা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকারকে অস্থিতিশীল এবং ধ্বংস করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের একটি ঘৃণ্য পরিকল্পনার অংশ। আবেদনকারী এবং তার পরিবার রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শিকার, যার একমাত্র উদ্দেশ্য তাদের হয়রানি করা।

শিক্ষিত প্রবীণ উকিল কিছু উদাহরণের উপর নির্ভর করেছিলেন যা হল নিম্নরূপ সংক্ষিপ্তসারিতঃ

এস এল.	তারিখ	ঘটনার বিবরণ
১	মার্চ, ২০১৯	ইনস্ট্যান্স ১: আবেদনকারীর স্ত্রী ও শ্যালিকাকে কলকাতায় কাস্টমস আধিকারিকরা আটক করে।
২	মার্চ, ২০১৯	ইনস্ট্যান্স ২: আবেদনকারীর স্ত্রী তার ওসিআই কার্ড বাতিল করার হুমকি দেয়।
৩	ফেব্রুয়ারী, ২০২১	ইনস্ট্যান্স ৩: আবেদনকারীর স্ত্রী এবং সিস্টেরইনলাও কয়লা কেলেঙ্কারির মামলায় সিবিআই তলব করেছে।

এস এল.	তারিখ	ঘটনার বিবরণ
৪	সেপ্টেম্বর ২০২১	ইনস্ট্যান্স ৪: আবেদনকারীর স্ত্রীর নড়াচড়া কেন্দ্রীয়তদন্তকারী সংস্থা দ্বারা পর্যবেক্ষিত।
৫	জুলাই ২০২১	ইনস্ট্যান্স ৫: আবেদনকারী এবং তার ঘনিষ্ঠ সহযোগীদের ফোনগুলি পেগাসাস স্পাইওয়্যার দ্বারা লক্ষ্যবস্তু করা হয়েছিল।
৬	আগস্ট ২০২১	ইনস্ট্যান্স ৬: আবেদনকারী এবং তার স্ত্রীকে ইডি দ্বারা নয়াদিল্লিতে হাজির হওয়ার জন্য তলব করা হয়েছিল, যখন পশ্চিমবঙ্গে তদন্তের জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল।
৭	সেপ্টেম্বর ২০২১	ইনস্ট্যান্স ৭: আবেদনকারীর ব্যক্তিগত সচিব কয়লা কেলেঙ্কারিতে নতুন দিল্লিতে ইডি দ্বারা তলব করা হয়েছে।
৮	জুন ২০২২	ইনস্ট্যান্স ৮: আবেদনকারী এবং তার স্ত্রী নিষিদ্ধ চিকিৎসারজন্য বিদেশে যাওয়া থেকে।
৯	ফেব্রুয়ারি-এপ্রিল	ইনস্ট্যান্স ৯: সম্পর্কে _ সংবেদনশীল তথ্য ২০২১ সালের তদন্ত সেন্ট্রাল দ্বারা গণমাধ্যমে ফাঁস হয়েছে আবেদনকারীকে লক্ষ্য করে তদন্তকারী সংস্থা।
১০	জুলাই ২০২২	ইনস্ট্যান্স ১০: আবেদনকারীর শ্যালিকাকে ইডি নয়াদিল্লিতে হাজির হওয়ার জন্য তলব করেছে।
১১	সেপ্টেম্বর ২০২২	ইনস্ট্যান্স ১১: আবেদনকারীর শ্যালিকাকে কলকাতা বিমানবন্দরে আটক করা হয়েছে এবং বিদেশে ভ্রমণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে।
১২	জুন ২০২৩	ইনস্ট্যান্স ১২: আবেদনকারীর স্ত্রী এবং অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তানদের কলকাতা আইজিরপোর্টে আটক করা হয়েছে এবং বিদেশে ভ্রমণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

ডঃ সিংভি, বিজ্ঞ বরিষ্ঠ অ্যাডভোকেট, আবেদনকারীকে ২০২২ সালের WPA ৯৯৭৯ এর আওতায় টেনে আনা হয়েছে, যাকে কথ্যভাষায় 'শিক্ষক নিয়োগ কেলেঙ্কারি' বলা হয়েছে। দাখিল করা হয়েছে যে ২৯.৩.২০২৩ তারিখে আবেদনকারী একটি জনসভায় একটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন, যেখানে তিনি অভিযোগ করেছিলেন যে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা পূর্বে তাকে বিচারাধীন মামলায় জড়ানোর জন্য লোকেদের উপর চাপ প্রয়োগ করেছিল এবং একটি আবেদন ২০২৩ সালের CAN ১ ছিল

ডব্লিউ. পি. এ ৯৯৭৯-এ (সৌমেন নন্দী বনাম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য) অভিযোগ করা হয়েছিল যে, উপরোক্ত কেলেঙ্কারিতে অভিযুক্ত কুন্তল ঘোষ অভিযোগ করেছিলেন যে আবেদনকারীকে ভুলভাবে জড়িত করার জন্য তাকে হেফাজতে নির্যাতনের মুখোমুখি হতে হয়েছিল। এই আবেদনটি বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের সামনে পেশ করা হয়েছিল, যিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, "অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রকাশ্য ভাষণ সহ উপরে যে সমস্ত দিক নির্দেশ করা হয়েছে সেগুলিও সি. বি. আই-এর তদন্তের বাইরে থাকা উচিত নয় এবং প্রয়োজনীয় বিষয়গুলির বাইরে থাকা উচিত নয় ই. ডি দ্বারা। "

উক্ত আদেশে ক্ষুব্ধ হয়ে আবেদনকারী ২০২৩ সালের এসএলপি (সি) ডায়েরি নম্বর ১৫৮৮৩ হিসাবে এসএলপি পছন্দ করেছিলেন যার শিরোনাম ছিল অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়-বনাম-সৌমেন নন্দী এবং অন্যান্যরা।

পক্ষগুলির শুনানির পর, মাননীয় সর্বোচ্চ আদালত ২৮.৪.২০২৩ তারিখের আদেশের মাধ্যমে উপরোক্ত SLP নিষ্পত্তি করে, তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি, কলকাতা হাইকোর্টকে ২০২২ সালের WPA 9979 অন্য বেঞ্চে পুনর্নির্ধারণের নির্দেশ দেয় এবং আবেদনকারীকে অ্যাসাইনি জজের কাছে প্রাসঙ্গিক আবেদন দাখিল করার স্বাধীনতা দেয়। আবেদনকারী ২৮.৪.২০২৩ তারিখের আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে ২০২২ সালের WPA 9979-এ CAN 5 এবং ২০২৩ সালের CAN 6 দুটি আবেদন দাখিল করেন, মাননীয় সর্বোচ্চ আদালত কর্তৃক প্রদত্ত ১৩.৪.২০২৩ তারিখের আদেশ হস্তক্ষেপ এবং প্রত্যাহারের জন্য প্রার্থনা করে। ১৮.৫.২০২৩ তারিখের আদেশের মাধ্যমে, মাননীয় বিচারপতি অমৃতা সিনহা আবেদনকারীর আবেদন খারিজ করে দেন এবং আবেদনকারীর উপর ২৫ লক্ষ টাকার দৃষ্টান্তমূলক জরিমানা আরোপ করেন।

১৮.৫.২০২৩ তারিখের উক্ত আদেশটি এসএলপি (সি) ১১৫৮৮-১১৫৮৯/২০২৩-তে এবং ১০.৭.২০২৩ তারিখের আদেশ দ্বারা সুপ্রিম কোর্টে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট বাতিল করে এসএলপি নিষ্পত্তি করতে পেরে খুশি হয়েছিল

আবেদনকারীকে মাননীয় হাইকোর্টের সামনে আশ্রয় নেওয়ার স্বাধীনতা প্রদান করে মাননীয় একক বিচারক কর্তৃক আরোপিত ২৫ লক্ষ টাকার খরচ, সি.আর. পি.সি.-এর ৪৮২ ধারার অধীনে পিটিশন দাখিল সহ কলকাতা।

এটি জমা দেওয়া হয়েছিল যে ১৮.৫.২০২৩ তারিখের আদেশ অনুসারে, আবেদনকারীকে সিবিআই দ্বারা কলকাতায় তার অফিসে ২০.৯৫.২০২৩-এ ২৪ ঘন্টা নোটিশ দিয়ে তলব করা হয়েছিল। আবেদনকারী প্রাসঙ্গিক সময়ে রাজ্য জুড়ে এবং একইভাবে, আবেদনকারীকে কলকাতায় ফিরে যেতে হয়েছিল -এর মাঝখানে একটি রাজনৈতিক সমাবেশে জড়িত ছিলেন।

আবেদনকারী ২০.৫.২০২৩ তারিখে সিবিআই অফিসে নিজেকে পরীক্ষার জন্য উপলব্ধ করেছিলেন। এরপরে আবেদনকারী তার রাজ্যব্যাপী সমাবেশ আবার শুরু করেন যখন ইডি দ্বারা তাকে ২০১২ সালের নথি সহ প্রচুর তথ্য এবং নথি সরবরাহ করার জন্য আরেকটি সমন পাঠানো হয়েছিল এবং আবেদনকারীর বক্তব্য এবং কুন্তল ঘোষের সাথে তার যোগসূত্রের কোনও সম্পর্ক ছিল না।

১৩.৬.২০২৩ তারিখের চিঠির মাধ্যমে আবেদনকারী ই.ডি. কর্তৃক জারি করা সমনের জবাব দেন, যার মাধ্যমে তদন্তের পরিধি এবং তাৎপর্য সম্পর্কে স্পষ্টীকরণ এবং সংস্থা কর্তৃক চাওয়া নথিগুলির বিশাল তথ্য সংকলনের জন্য সময় প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হয়। ই.ডি. ১৪.৬.২৩ তারিখের চিঠির মাধ্যমে প্রতিক্রিয়া জানিয়ে বলেন যে পিএমএলএ আইন, ২০০২ এর অধীনে প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ কেলেঙ্কারিতে অর্থ পাচারের পথ এবং অপরাধের আয়ের তদন্তের জন্য ৮.৬.২০২৩ তারিখের সমন জারি করা হয়েছিল।

পরবর্তীকালে, ২৬.৬.২০২৩ তারিখের চিঠির মাধ্যমে, আবেদনকারী তদন্তে সহযোগিতা করার উদ্দেশ্যে তথ্য ও নথি জমা দিয়েছিলেন এবং এটি স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন যে ই. ডি. ১৩.৪.২০২৩.-এ প্রদত্ত আদেশের আওতার বাইরে ভ্রমণ করেছেন।

যুক্তি দেওয়া হয়েছে যে, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের প্রাথমিক শিক্ষা বোর্ডের শিক্ষক নিয়োগ কেলেঙ্কারির তদন্তকারী সিবিআই, ইসিবি, কলকাতা কর্তৃক দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ধারা ৭/৭এ/৮ এবং আইপিসির ধারা ১২০বি/৪২০/৪৬৭/৪৬৮/৫০৬/৩৪ এর অধীনে নথিভুক্ত ৯.৬.২০২২ তারিখের আরসি ০১০২০২২এ০০০৬ মামলায় আবেদনকারীকে কখনও অভিযুক্ত হিসেবে নামকরণ করা হয়নি।

ডঃ সিংভি পুনর্ব্যক্ত করেন যে মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট আবেদনকারীকে ফৌজদারি কার্যবিধির ৪৮২ ধারার অধীনে আবেদনকারীর প্রতি বিপরীত পক্ষের অতিরঞ্জনের বিরুদ্ধে তার অধিকার প্রয়োগের স্বাধীনতা দিয়েছে। জনসমক্ষে বক্তৃতা দেওয়ার কাজ এবং কুন্তল ঘোষের অভিযোগের সাথে এর কথিত যোগসূত্রের অর্থ পাচার বা অপরাধের অর্থের সাথে কোনও সম্পর্ক নেই বলে জোর দেওয়া হয়েছিল। ই.ডি.-এর তদন্ত অনুমান, অনুমান, মায়াময় অনুমান এবং অনুমানের উপর ভিত্তি করে তৈরি এবং ২০১২ সাল থেকে নথিপত্র চেয়ে যে তদন্ত চলছে তা থেকে এটি স্পষ্ট যে, মাননীয় হাইকোর্ট ১৩.০৪.২০২৩ তারিখের আদেশে বিরোধী পক্ষকে কুন্তল ঘোষের বিরুদ্ধে হেফাজতে নির্যাতনের অভিযোগের বিষয়ে আবেদনকারীর রাজনৈতিক বক্তৃতার দিকটি তদন্ত করার নির্দেশ দেওয়ার পরেই। অতএব, বিজ্ঞ সিনিয়র অ্যাডভোকেট দাখিল করেছেন যে আবেদনকারীর বিরুদ্ধে পিএমএলএ-এর অধীনে কথিত তদন্ত কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণ বা ভিত্তি ছাড়াই।

বিজয় মদনলাল চৌধুরী এবং অন্যান্যদের বিরুদ্ধে মাননীয় সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ - বনাম - ভারত ইউনিয়ন, আবেদনকারীর মতে, শুধুমাত্র যখন কোনও পূর্বনির্ধারিত অপরাধ থাকে, তখনই একটি ECIR হবে এবং পরবর্তী তদন্ত বজায় রাখা যাবে। ১৩.৪.২০২৩ তারিখের তাৎক্ষণিক মামলায়, আবেদনকারীর বিরুদ্ধে কোনও পূর্বনির্ধারিত অপরাধের অভিযোগ ছিল না, যা আবেদনকারীর বিরুদ্ধে ই.ডি. কর্তৃক পরিচালিত কথিত তদন্তকে বাতিল করে দেয়।

পার্বতী কোল্লুর বনাম প্রয়োগ অধিদপ্তর মামলায়, মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়েছে যে, কোনও ব্যক্তির বিরুদ্ধে পিএমএলএ আইনের অধীনে কোনও ধারণাগত ভিত্তিতে মামলা করা যাবে না, যদি না কোনও পূর্বনির্ধারিত মামলা নথিভুক্ত করা হয়। এটি দাখিল করা হয়েছিল যে ১৩.৪.২০২৩ তারিখের তাৎক্ষণিক মামলার তথ্য ও পরিস্থিতি বিবেচনা করে আবেদনকারীর বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ দায়ের করা হয়নি বা কোনও তদন্ত বা বিচারাধীন ছিল না। আরও যুক্তি দেওয়া হয়েছিল যে পিএমএলএ আইনের ধারা ২(ইউ) এবং ধারা ৩ এর যৌথ পাঠের জন্য একজন ব্যক্তির প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অপরাধের আয়ের সাথে জড়িত থাকার প্রয়োজন। তাৎক্ষণিক মামলায়, আবেদনকারীর জনসাধারণের কাছে বক্তৃতা দেওয়ার কাজটি কোনও আর্থিক লেনদেন/কেলেঙ্কারী/অপরাধের আয়ের সাথে সম্পর্কিত নয়। সুতরাং, আবেদনকারীর বিরুদ্ধে ইডির কাছে এমন কোনও প্রমাণ নেই যা ইঙ্গিত করে যে এখানে আবেদনকারীর দিকে পরিচালিত কোনও অভিযোগযুক্ত অর্থের পথ রয়েছে, যা আবেদনকারীর এই অবস্থানকে ন্যায্যতা দেয় যে পুরো তদন্তটি বিদ্বেষপূর্ণ এবং তির্যক উদ্দেশ্য নিয়ে শুরু করা হয়েছে।

বিদ্বান প্রবীণ আইনজীবী জমা দিয়েছেন যে কেবল তাত্ক্ষণিক ক্ষেত্রেই নয়, আশেপাশের অন্যান্য তথ্য ও পরিস্থিতি বিবেচনা করে এটি প্রতিফলিত করবে যে বিপরীত পক্ষ আবেদনকারীর বিরুদ্ধে প্রকাশ্য খারাপ মনোভাব নিয়ে এগিয়ে চলেছে এবং সেই প্রভাবের জন্য নিম্নলিখিত কারণগুলি বরাদ্দ করেঃ

(এ) সিবিআই এবং ইডি ২০২২ সালের জুন মাস থেকে কথিত শিক্ষক নিয়োগ কেলেঙ্কারির তদন্ত করছে। তবে, হঠাৎ করে ১৩.০৪.২০২৩ তারিখের আদেশের পরে, আবেদনকারীকে তদন্ত করার জন্য বিপরীত পক্ষের হঠাৎ প্রয়োজন দেখা দিয়েছে।

(বি) আবেদনকারীকে সিবিআই দ্বারা অভিযুক্ত হিসাবে নাম দেওয়া হয়নি-(i) কথিত প্রেডিকেট অপরাধ আরসি ০১০২০২২এ০০০৬ বা (ii) আজ অবধি তাদের কোনও চার্জশিট/সম্পূরক চার্জশিটে।

(সি) আবেদনকারীকে অভিযুক্ত হিসাবে নাম দেওয়া হয়নি-(i) বিপরীত পক্ষের দ্বারা নিবন্ধিত ইসিআইআর, বা (ii) তাদের প্রসিকিউশন অভিযোগ বা (আইটিআই) তাদের সম্পূরক চার্জশিটে।

(ডি) সমনের মাধ্যমে বিপরীত পক্ষের দ্বারা চাওয়া তথ্য/নথির সঙ্গে কলকাতার মাননীয় হাইকোর্টের জারি করা ১৩.০৪.২০২৩ তারিখের আদেশের মাধ্যমে পরিচালিত তদন্তের সীমিত পরিসরের কোনও সম্পর্ক ছিল না।

(ই) বিপরীত পক্ষ নিজেই স্বীকার করেছে যে তারা ১৩.০৪.২০২৩ তারিখের কলকাতা হাইকোর্ট কর্তৃক প্রদত্ত আদেশের চেতনা এবং তাৎপর্য অতিক্রম করেছে, এই বলে যে ০৮.০৬.২০২৩ তারিখে জারি করা সমনটি ২০০২ সালের মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইনের বিধান অনুসারে প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ কেলেঙ্কারিতে সৃষ্ট অপরাধের অর্থের তদন্তের জন্য ছিল।

(এফ) আবেদনকারী, তার পরিবার এবং সহযোগীদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন সংস্থার মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক অসৎ আচরণের অসংখ্য উদাহরণ প্রদর্শিত হয়েছে যেমনটি আগে বলা হয়েছে।

তথ্য ও পরিস্থিতি পর্যালোচনা করলেই স্পষ্ট হয় যে, কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা যেমন সিবিআই এবং ইডি কর্তৃক ক্রমাগত হয়রানি এবং রাজনৈতিক কারণে শিক্ষক নিয়োগ কেলেঙ্কারিতে আবেদনকারীকে জড়িত করার প্রচেষ্টায় আবেদনকারী ক্ষুব্ধ। আরও বলা হয়েছে যে, তদন্তের সময় পিএমএলএ-এর ৫০ ধারা অনুযায়ী জারি করা সমনের অবশ্যই এমন একটি ভিত্তি থাকতে হবে যা তলবকৃত ব্যক্তির সাথে চলমান তদন্তের মধ্যে সংযোগ নির্দেশ করে। ইডি মাননীয় হাইকোর্টে চলমান তদন্ত এবং মাননীয় সুপ্রিম কোর্টের সামনে কথিত শিক্ষা কেলেঙ্কারির সাথে সম্পর্কিত মামলা এবং পরবর্তীতে দাখিল করা চার্জশিট সম্পর্কে বেশ কয়েকটি প্রতিবেদন জমা দিয়েছে এবং আবেদনকারীর সম্পর্কে কোনও উল্লেখ করা হয়নি। তবে, ১৩.০৪.২০২৩ এবং ১৮.০৫.২০২৩ তারিখের আদেশ মাননীয় হাইকোর্ট কর্তৃক জারি হওয়ার পরপরই, আবেদনকারী ০৮.০৬.২০২৩ তারিখে প্রথম সমন পান যা আবেদনকারীর মতে, স্পষ্টতই হাইকোর্টের আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে।

এটি দাখিল করা হয়েছিল যে ইডির স্পষ্টীকরণ যে আবেদনকারীকে হাইকোর্টের আদেশ অনুসারে ডাকা হয়নি বরং চলমান তদন্তের সময় ডাকা হয়েছে, তা কেবল আবেদনকারীকে কথিত কেলেঙ্কারিতে জড়িত করার উদ্দেশ্যে একটি চিন্তাভাবনা, যেখানে এমন কোনও উপাদান নেই যা প্রমাণ করে যে আবেদনকারী অপরাধের অর্থ সম্পর্কিত কোনও তথ্য বা প্রমাণ সম্পর্কে গোপনীয়।

এটি জমা দেওয়া হয়েছিল যে কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলি আবেদনকারী এবং তার পরিবারের সদস্যদের বিশেষভাবে লক্ষ্যবস্তু করতে এবং হয়রানি করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা অপব্যবহার করা হচ্ছে কারণ তারা একটি বিরোধী রাজনৈতিক দলের সদস্য।

তাঁর যুক্তি প্রমাণ করার জন্য শিক্ষিত প্রবীণ আইনজীবী নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তগুলির উপর নির্ভর করেছিলেনঃ

বিজয় মদনলাল চৌধুরী বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া, ২০২২ সালে এস. সি. সি অনলাইন ৯২৯ অনুচ্ছেদে ২৫৩ এবং ২৮৩ অনুচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়েছিল যা এর উপর নির্ভর করা হয়েছে নিম্নরূপঃ

“২৫৩. সংক্ষেপে বলতে গেলে, কেবলমাত্র সেই সম্পত্তি যা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তফসিলি অপরাধের সাথে সম্পর্কিত অপরাধমূলক কার্যকলাপের ফলে অর্জিত বা অর্জিত হয় তাকেই অপরাধের আয় হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। ২০০২ সালের আইনের অধীনে কর্তৃপক্ষ অর্থ পাচারের জন্য কোনও ব্যক্তির বিরুদ্ধে এই ধারণার ভিত্তিতে ব্যবস্থা নিতে পারে না যে তাদের দ্বারা উদ্ধার করা সম্পত্তি অবশ্যই অপরাধের আয় এবং একটি তফসিলি অপরাধ সংঘটিত হয়েছে, যদি না এটি এখতিয়ারভুক্ত পুলিশের কাছে নিবন্ধিত হয় বা উপযুক্ত ফোরামের কাছে অভিযোগের মাধ্যমে তদন্তের জন্য বিচারাধীন থাকে। কারণ, "উদ্ভূত বা অর্জিত" অভিব্যক্তিটি ইতিমধ্যে সম্পন্ন একটি তফসিলি অপরাধের সাথে সম্পর্কিত অপরাধমূলক কার্যকলাপের ইঙ্গিত দেয়। একইভাবে, যদি তফসিলি অপরাধের সাথে সম্পর্কিত অপরাধমূলক কার্যকলাপে নামী ব্যক্তিকে খালাস, খালাস বা তার বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা (তফসিলি অপরাধ) বাতিলের আদেশের কারণে উপযুক্ত এখতিয়ারের আদালত চূড়ান্তভাবে খালাস দেয়, তাহলে উক্ত ব্যক্তি বা তার মাধ্যমে বর্ণিত তফসিলি অপরাধের সাথে সম্পর্কিত সম্পত্তির সাথে সম্পর্কিত দাবিদার ব্যক্তির বিরুদ্ধে অর্থ পাচারের জন্য কোনও ব্যবস্থা নেওয়া যাবে না। ২০০২ সালের আইনের বিধানগুলির ভিত্তিতে, বিশেষ করে ধারা ২(১)(ইউ) এবং ধারা ৩ এর উপর ভিত্তি করেই কেবল এই ব্যাখ্যাটি বিবেচনা করা যেতে পারে। অন্য কোনও দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা হলে তা হবে এই বিধানগুলির পুনর্লিখন এবং "অপরাধের আয়" ধারার স্পষ্ট ভাষাকে উপেক্ষা করা, যা বর্তমানে প্রচলিত।

২৮৩. যদিও ২০০২ সালের আইনটি নিজেই একটি সম্পূর্ণ কোড, তবে এটি কেবল অর্থ পাচারের অপরাধের সাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলির ক্ষেত্রে এবং এর জন্য, আইনের ২ (১) (ইউ) ধারার অর্থের মধ্যে অপরাধের আয়ের অস্তিত্ব অপরিহার্য। অপরাধের আয়ের অস্তিত্বের অনুপস্থিতি, যেমন উপরে বলা হয়েছে, এর অধীনে কর্তৃপক্ষ ২০০২ সালের আইন কোনও পদক্ষেপ নিতে বা কোনও মামলা শুরু করতে পারে না।"

পার্বতী কোল্লুর বনাম এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের ৭ এবং ৯ অনুচ্ছেদের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছিল, যা ২০২২ এসসিসি অনলাইন এসসি ১৯৭৫-তে রিপোর্ট করা হয়েছিল, যা নিম্নরূপঃ

৭. আপিলকারীদের বিজ্ঞ আইনজীবী যুক্তি দিয়েছেন যে এই বিষয়টির সাথে জড়িত বিষয়টি আর অখণ্ড নয়/ আদালতে বিচারাধীন নয়, বিশেষ করে ২৭.০৭.২০২২ তারিখে বিজয় মদনলাল চৌধুরী বনাম ভারত ইউনিয়ন মামলায় এই আদালতের ৩-বিচারকের বেঞ্চের গৃহীত মতামতের জন্য যেখানে নির্ধারিত অপরাধের জন্য মামলা পরিচালনা ব্যর্থতার পরিণতি নিম্নলিখিত শর্তাবলীতে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে:

"১৮৭. ....(ডি) ২০০২ সালের আইনের ৩ ধারার অধীনে অপরাধটি একটি তফসিলি অপরাধের সাথে সম্পর্কিত অপরাধমূলক কার্যকলাপের ফলে অবৈধভাবে সম্পত্তি লাভের উপর নির্ভরশীল। এটি সেই সম্পত্তির সাথে সম্পর্কিত প্রক্রিয়া বা কার্যকলাপ সম্পর্কিত, যা অর্থ পাচারের অপরাধ গঠন করে। ২০০২ সালের আইনের অধীনে কর্তৃপক্ষ কোনও ব্যক্তির বিরুদ্ধে ধারণাগত ভিত্তিতে বা এই ধারণার ভিত্তিতে মামলা করতে পারে না যে একটি তফসিলি অপরাধ সংঘটিত হয়েছে, যদি না এটি এখতিয়ারভুক্ত পুলিশ এবং/অথবা তদন্ত/বিচারের বিচারাধীন থাকে, যার মধ্যে উপযুক্ত ফোরামের সামনে ফৌজদারি অভিযোগও অন্তর্ভুক্ত থাকে। যদি ব্যক্তি চূড়ান্তভাবে তফসিলি অপরাধ থেকে অব্যাহতি/খালাস পান অথবা উপযুক্ত এখতিয়ারের আদালত তার বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা বাতিল করে,

উপযুক্ত এখতিয়ার অনুযায়ী, তার বিরুদ্ধে অর্থ পাচারের কোনও অপরাধ হতে পারে না অথবা এই ধরনের সম্পত্তি দাবি করা কোনও ব্যক্তির বিরুদ্ধে -এর মাধ্যমে বর্ণিত নির্ধারিত অপরাধের সঙ্গে যুক্ত সম্পত্তি বলে কোনও অপরাধ হতে পারে না তাকে।"

> ৯. উপরোক্ত আলোচনার ফলাফল হল যে, এই বিষয়ে ট্রায়াল কোর্টের গৃহীত দৃষ্টিভঙ্গি ছিল বিষয়টির একটি ন্যায্য দৃষ্টিভঙ্গি এবং হাইকোর্ট খালাসের আদেশ বাতিল করার ক্ষেত্রে সঠিক ছিলেন না, যদিও অভিযুক্ত নং ১ ইতিমধ্যেই তফসিলি অপরাধের সাথে সম্পর্কিতভাবে খালাস পেয়েছিলেন এবং বর্তমান আপিলকারীরা কোনও তফসিলি অপরাধের জন্য অভিযুক্ত ছিলেন না।

আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছিল হরিয়ানা রাজ্য বনাম ভজন লালের দিকে, যা ১৯৯২ সালের সম্পূরক (১) এস. সি. সি ৩৩৫, অনুচ্ছেদ ১০২-এ উপ-অনুচ্ছেদ (৩) এবং (৭)-এর উপর জোর দিয়ে রিপোর্ট করা হয়েছিল, যা নিম্নরূপ ছিলঃ

> "১০২.....
> (৩) যেখানে এফআইআর বা অভিযোগে করা অনিয়ন্ত্রিত অভিযোগ এবং তার সমর্থনে সংগৃহীত প্রমাণ কোনও অপরাধের কথা প্রকাশ করে না এবং অভিযুক্তের বিরুদ্ধে মামলা তৈরি করে।
>
> (৭) যেখানে কোনও ফৌজদারি কার্যধারাকে স্পষ্টভাবে দুর্বোধ্যতার সাথে উপস্থিত করা হয় এবং/অথবা যেখানে অভিযুক্তের উপর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য একটি পরোক্ষ উদ্দেশ্য নিয়ে বিদ্বেষপূর্ণভাবে কার্যধারা চালু করা হয় এবং ব্যক্তিগত এবং ব্যক্তিগত বিদ্বেষের কারণে তাকে উপেক্ষা করার লক্ষ্যে।"

পাঞ্জাব রাজ্যে বনাম দভিন্দর পাল সিং ভুল্লার, রিপোর্ট করা হয়েছে (২০১১) ১৪ এস. সি. সি. ৭৭০-এর উল্লেখ করা হয়েছিল, ১০৭ অনুচ্ছেদে যা বলেঃ

"১০৭. এটি একটি নিষ্পত্তিকৃত আইনি প্রস্তাব যে যদি প্রাথমিক পদক্ষেপ আইনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ না হয়, তাহলে পরবর্তী এবং পরিণতিমূলক সকল

"যদি আদেশের মূলে অবৈধতা আঘাত করে, তাহলে কার্যধারা বাতিল হয়ে যাবে। এই ধরনের বাস্তব পরিস্থিতিতে, আইনি নীতিমালা অপসারণকৃত ভিত্তির উপরই বর্তাবে, যার অর্থ হল ভিত্তি অপসারণের সময়, কাঠামো/কাজ ভেঙে পড়ে, কার্যকর হয় এবং বর্তমান মামলার সকল স্তরের উপর প্রযোজ্য হয়।"

আবেদনকারী বিনীত কুমারকে উল্লেখ করেছেন-বনাম-ইউ. পি. রাজ্য তার অবস্থান প্রমাণ করার জন্য (২০১৭) ১৩ এস. সি. সি ৩৬৯-এ রিপোর্ট করেছে এবং নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদের উপর নির্ভর করেছেঃ

২২. বর্তমান মামলার তথ্যে প্রবেশ করার আগে, হাইকোর্টের উপর ন্যস্ত ৪৮২ ধারার অধীনে সিআরপিসির এখতিয়ার এবং এখতিয়ারের পরিধি বিবেচনা করা প্রয়োজন। ৪৮২ ধারার অধীনে এই কোডের অধীনে যেকোনো আদেশ কার্যকর করার জন্য, অথবা যেকোনো আদালতের প্রক্রিয়ার অপব্যবহার রোধ করার জন্য বা ন্যায়বিচারের লক্ষ্য নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় আদেশ দেওয়ার জন্য হাইকোর্টের অন্তর্নিহিত ক্ষমতা সংরক্ষণ করা হয়েছে।

২৩. এই আদালত বার বার ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৪৮২ ধারার অধীনে হাইকোর্টের এখতিয়ারের পরিধি পরীক্ষা করেছে এবং বেশ কয়েকটি নীতি নির্ধারণ করেছে যা ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৪৮২ ধারার অধীনে হাইকোর্টের এখতিয়ারের প্রয়োগ পরিচালনা করে। এই আদালতের তিন বিচারপতির বেঞ্চ কারনাটাকা বনাম এল মুনিস্বামী [রাজ্যে কর্ণাটক রাজ্য বনাম এল মুনিস্বামী, (১৯৭৭) ২ এসসিসি ৬৯৯:১৯৭৭ এসসিসি (সিআরআই) ৪০৪] এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে হাইকোর্টের কোনও কার্যধারা বাতিল করার অধিকার রয়েছে যদি এই সিদ্ধান্তে আসে যে কার্যধারা চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া আদালতের প্রক্রিয়ার অপব্যবহার হবে বা ন্যায়বিচারের উদ্দেশ্যে প্রয়োজন হয় যে কার্যধারা বাতিল করা উচিত রায়ের ৭ নং অনুচ্ছেদে নিম্নলিখিত কথা বলা হয়েছেঃ (এস. সি. সি. পৃ. ৭০৩)

"৭..... এই সামগ্রিক ক্ষমতা প্রয়োগে, হাইকোর্ট কোনও কার্যধারা বাতিল করার অধিকারী যদি এই সিদ্ধান্তে আসে যে কার্যধারা চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া আদালতের প্রক্রিয়ার অপব্যবহার হবে বা ন্যায়বিচারের শেষের জন্য কার্যধারা বাতিল করা উচিত। হাইকোর্টের রক্ষাকবচ

দেওয়ানি এবং ফৌজদারি উভয় ক্ষেত্রেই অন্তর্নিহিত ক্ষমতা একটি জনসাধারণের উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য তৈরি করা হয়েছে, যা হল আদালতের কার্যক্রমকে হয়রানি বা নিপীড়নের অস্ত্রে পরিণত হতে দেওয়া উচিত নয়। একটি ফৌজদারি মামলায়, একটি খোঁড়া মামলার পিছনের গোপন উদ্দেশ্য, মামলার কাঠামোর উপর ভিত্তি করে তৈরি উপাদানের প্রকৃতি এবং অনুরূপ বিষয়গুলি ন্যায়বিচারের স্বার্থে হাইকোর্টকে কার্যধারা বাতিল করার পক্ষে যুক্তিসঙ্গত করে তোলে। ন্যায়বিচারের লক্ষ্য কেবল আইনের লক্ষ্যের চেয়ে উচ্চতর, যদিও আইনসভা কর্তৃক প্রণীত আইন অনুসারে ন্যায়বিচার পরিচালনা করতে হবে। এই পর্যবেক্ষণগুলি করার জন্য বাধ্যতামূলক প্রয়োজনীয়তা হল যে রাষ্ট্র এবং তার প্রজাদের মধ্যে ন্যায়বিচার করার জন্য হাইকোর্টের অন্তর্নিহিত ক্ষমতা সংরক্ষণের জন্য যে বিধান রয়েছে তার উদ্দেশ্য এবং উদ্দেশ্য সঠিকভাবে উপলব্ধি না করা হলে, সেই গুরুত্বপূর্ণ এখতিয়ারের প্রস্থ এবং রূপরেখা উপলব্ধি করা অসম্ভব হবে।"

২৪. হরিয়ানা রাজ্য বনাম ভজন লাল [হরিয়ানা রাজ্য বনাম ভজন লাল, ১৯৯২ (১) SCC ৩৩৫ : ১৯৯২ SCC (ফৌজদারি) ৪২৬] মামলায় এই আদালতের রায়ে ৪৮২ সিআরপিসির ধারা এবং পরিধি বিস্তারিতভাবে বিবেচনা করা হয়েছে। যদিও উপরের মামলায় এই আদালত এফআইআর সহ সম্পূর্ণ ফৌজদারি কার্যধারা বাতিল করার জন্য হাইকোর্টের ক্ষমতা বিবেচনা করছিল, মামলাটি ১৯৪৭ সালের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ধারা ১৬১, ১৬৫ আইপিসি এবং ধারা ৫(২) এর অধীনে নথিভুক্ত একটি এফআইআর থেকে উদ্ভূত হয়েছিল। এই আদালত ফৌজদারি তদন্তে কার্যধারা বাতিল করার প্রেক্ষাপটে ৪৮২ সিআরপিসি/ধারা ২২৬ এর পরিধি বিস্তারিতভাবে বিবেচনা করেছে। এই আদালতের পূর্ববর্তী বিভিন্ন রায় লক্ষ্য করার পর, এই আদালত উদাহরণের মাধ্যমে কিছু নির্দিষ্ট বিভাগের মামলার তালিকা তৈরি করেছে যেখানে আদালতের প্রক্রিয়ার অপব্যবহার রোধ করতে বা ন্যায়বিচারের লক্ষ্য অর্জনের জন্য ৪৮২ সিআরপিসির অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করা যেতে পারে।

****

২৬. কর্ণাটক রাজ্য বনাম এম. দেবেন্দ্রপ্পা [কর্ণাটক রাজ্য বনাম এম. দেবেন্দ্রপ্পা, (২০০২) ৩ এসসিসি ৮৯ : ২০০২ এসসিসি (সিআরআই) ৫৩৯] মামলায় তিন বিচারকের একটি বেঞ্চ ৪৮২ সিআরপিসির ধারা বিবেচনা করার সুযোগ পেয়েছিল।

ধারা ৪৮২ সিআরপিসি-র পরিধি বিশ্লেষণ করে এই আদালত বলেছে যে ন্যায়বিচারের অগ্রগতির জন্য আদালতের কর্তৃত্ব বিদ্যমান এবং যদি সেই কর্তৃত্বের অপব্যবহার করার কোনও প্রচেষ্টা করা হয় যাতে অবিচার ঘটানো যায় তবে আদালতের অপব্যবহার রোধ করার ক্ষমতা রয়েছে। এটি আরও বলেছে যে আদালত যে কোনও কার্যধারা বাতিল করার পক্ষে ন্যায়সঙ্গত হবে যদি এটি খুঁজে পায় যে এটির সূচনা/ধারাবাহিকতা আদালতের প্রক্রিয়ার অপব্যবহার বা এই কার্যধারা বাতিল করার সমতুল্য হয় অন্যথায় ন্যায়বিচারের সমাপ্তি। ৬ নং অনুচ্ছেদে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি উল্লেখ করা হয়েছেঃ (এস. সি. সি. পৃ. ৯৪)

"৬... সকল আদালত, সে দেওয়ানি হোক বা ফৌজদারি, তাদের সংবিধানে অন্তর্নিহিত কোনও স্পষ্ট বিধানের অভাবে, ন্যায়বিচার পরিচালনার সময় সঠিক কাজ করার এবং অন্যায়কে বাতিল করার জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত ক্ষমতা রাখে, কারণ আইন কোনও ব্যক্তিকে এমন কিছু দেয় যা ছাড়া এটি বিদ্যমান থাকতে পারে না। ধারার অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করার সময়, আদালত আপিল বা পুনর্বিবেচনার আদালত হিসাবে কাজ করে না। ধারার অধীনে অন্তর্নিহিত এখতিয়ার বিস্তৃত হলেও তা পরিমিতভাবে, সাবধানতার সাথে এবং সতর্কতার সাথে প্রয়োগ করতে হবে এবং শুধুমাত্র যখন এই প্রয়োগ ধারায় নির্দিষ্টভাবে নির্ধারিত পরীক্ষাগুলির দ্বারা ন্যায্যতা প্রমাণিত হয়। ন্যায়বিচারের কর্তব্যের বাইরে প্রয়োগ করতে হবে যে প্রশাসনের জন্য প্রকৃত এবং সারগর্ভ ন্যায়বিচার করা একমাত্র আদালতের জন্য। আদালতের কর্তৃত্ব ন্যায়বিচারের অগ্রগতির জন্য বিদ্যমান এবং যদি অন্যায় সৃষ্টি করার জন্য সেই কর্তৃত্বের অপব্যবহার করার কোনও প্রচেষ্টা করা হয়, তবে আদালতের অপব্যবহার প্রতিরোধ করার ক্ষমতা রয়েছে। অন্যায়ের ফলে এবং ন্যায়বিচারের প্রচারে বাধা সৃষ্টি করে এমন কোনও পদক্ষেপের অনুমতি দেওয়া আদালতের প্রক্রিয়ার অপব্যবহার হবে। ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে আদালত যদি মনে করে যে, কোনও কার্যধারা শুরু করা/চালিয়ে রাখা আদালতের প্রক্রিয়ার অপব্যবহারের শামিল অথবা এই কার্যধারা বাতিল করা ন্যায়বিচারের লক্ষ্যে কাজ করবে, তাহলে তা বাতিল করার পক্ষে যুক্তিসঙ্গত হবে। অভিযোগের মাধ্যমে যখন কোনও অপরাধ প্রকাশ করা হয় না, তখন আদালত সত্যের প্রশ্নটি পরীক্ষা করতে পারে। যখন কোনও অভিযোগ বাতিল করার দাবি করা হয়, তখন অভিযোগকারী কী অভিযোগ করেছেন এবং অভিযোগগুলি সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করা হলেও কোনও অপরাধ প্রমাণিত হয়েছে কিনা তা মূল্যায়ন করার জন্য উপকরণগুলি পরীক্ষা করা অনুমোদিত।

২৭. আরও ৮ নং অনুচ্ছেদে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি উল্লেখ করা হয়েছেঃ (দেবেন্দ্রপ্পা মামলা [কর্ণাটক রাজ্য বনাম এম. দেবেন্দ্রপ্পা, (২০০২) ৩ এসসিসি ৮৯:২০০২ এসসিসি (সিআরআই) ৫৩৯], এসসিসি পৃ. ৯৫)

৮... বিচারিক প্রক্রিয়া নিপীড়ন বা অপ্রয়োজনীয় হয়রানির হাতিয়ার হওয়া উচিত নয়। আদালতের বিচক্ষণতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে সতর্ক এবং বিচক্ষণ হওয়া উচিত এবং প্রক্রিয়া জারি করার আগে সমস্ত প্রাসঙ্গিক তথ্য এবং পরিস্থিতি বিবেচনা করা উচিত, যাতে এটি কোনও ব্যক্তিগত অভিযোগকারীর হাতে প্রতিহিংসা প্রকাশ করে কোনও ব্যক্তিকে অপ্রয়োজনীয়ভাবে হয়রানি করার হাতিয়ার না হয়। একই সাথে এই ধারাটি কোনও অভিযুক্তকে কোনও মামলা সংক্ষিপ্ত করার এবং তার আকস্মিক মৃত্যু ঘটানোর জন্য হস্তান্তরিত কোনও হাতিয়ার নয়। কোডের ধারা 482 এর অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগের সুযোগ এবং হাইকোর্ট যে কোনও আদালতের প্রক্রিয়ার অপব্যবহার রোধ করার জন্য বা অন্যথায় ন্যায়বিচারের লক্ষ্য সুরক্ষিত করার জন্য আমলযোগ্য অপরাধ সম্পর্কিত তার অধীনে তার ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে এমন মামলার বিভাগগুলি এই আদালত হরিয়ানা রাজ্য বনাম ভজন লাল [হরিয়ানা রাজ্য বনাম ভজন লাল, 1992 (1) SCC 335: 1992 SCC (ফৌজদারি) 426]-এ কিছু বিশদে বর্ণনা করেছে।

****

৪১. ৪৮২ ধারার অধীনে হাইকোর্টকে দেওয়া অন্তর্নিহিত ক্ষমতার উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য হল ন্যায়বিচারের অগ্রগতি। যদি কোনও ব্যক্তি কোনও তুচ্ছ উদ্দেশ্য নিয়ে আদালতের গম্ভীর প্রক্রিয়ার অপব্যবহার করতে চান, তাহলে আদালতকে একেবারে দ্বারপ্রান্তে সেই প্রচেষ্টা ব্যর্থ করতে হবে। যদি মামলাটি হরিয়ানা রাজ্য বনাম ভজন লাল [হরিয়ানা রাজ্য বনাম ভজন লাল, ১৯৯২ (১) এসসিসি ৩৩৫: ১৯৯২ এসসিসি (ফৌজদারি) ৪২৬] মামলায় এই আদালত কর্তৃক বর্ণিত বিভাগগুলির মধ্যে একটিতে পড়ে, তাহলে আদালত কোনও মামলা পরিচালনার অনুমতি দিতে পারে না। বিচারিক প্রক্রিয়া হল একটি গম্ভীর প্রক্রিয়া যাকে অপারেশন বা হয়রানির হাতিয়ারে রূপান্তরিত করার অনুমতি দেওয়া যায় না। যখন এমন কিছু প্রমাণ থাকে যে কোনও ফৌজদারি কার্যক্রম স্পষ্টতই খারাপ বিশ্বাসের সাথে পরিচালিত হচ্ছে এবং কার্যক্রমটি একটি গোপন উদ্দেশ্য নিয়ে দূষিতভাবে পরিচালিত হচ্ছে, তখন হাইকোর্ট ৪৮২ ধারার অধীনে হরিয়ানা রাজ্য বনাম ভজন লাল বিভাগে বর্ণিত বিভাগ ৭ এর অধীনে কার্যক্রম বাতিল করতে তার এখতিয়ার প্রয়োগ করতে দ্বিধা করবে না..."

হাজী ইকবাল ওরফে বালার উপর রিলায়েন্স স্থাপন করা হয়েছিল এস. পি. ও. এ. বনাম - ইউ. পি. রাজ্য এবং অন্যান্যরা ২০২৩ সালে এস. সি. সি অনলাইন এস. সি ৯৪৬-এ রিপোর্ট করা হয়েছিল এবং মনোযোগ আদালতের নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদের প্রতি আকৃষ্ট করা হয়েছিলঃ

১৫. এই পর্যায়ে, আমরা গুরুত্বপূর্ণ কিছু লক্ষ্য করতে চাই। যখনই কোনও অভিযুক্ত আদালতে ফৌজদারি কার্যবিধির (CrPC) ধারা 482 এর অধীনে অন্তর্নিহিত ক্ষমতা অথবা সংবিধানের 226 অনুচ্ছেদের অধীনে অসাধারণ এখতিয়ার প্রয়োগ করে এফআইআর বা ফৌজদারি কার্যধারা মূলত এই কারণে বাতিল করার জন্য আসে যে এই ধরনের কার্যধারা স্পষ্টতই তুচ্ছ বা বিরক্তিকর বা প্রতিশোধ নেওয়ার গোপন উদ্দেশ্য নিয়ে পরিচালিত হয়, তখন এই পরিস্থিতিতে আদালতের দায়িত্ব হল এফআইআরটি যত্ন সহকারে এবং আরও ঘনিষ্ঠভাবে দেখা। আমরা এটি বলছি কারণ একবার অভিযোগকারী ব্যক্তিগত প্রতিশোধ নেওয়ার গোপন উদ্দেশ্য নিয়ে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে মামলা করার সিদ্ধান্ত নিলে, তিনি নিশ্চিত করবেন যে এফআইআর/অভিযোগটি সমস্ত প্রয়োজনীয় আবেদনপত্র সহ খুব ভালভাবে তৈরি করা হয়েছে। অভিযোগকারী নিশ্চিত করবেন যে এফআইআর/অভিযোগে করা বক্তব্যগুলি এমনভাবে প্রকাশ করে যে তা অভিযুক্ত অপরাধ গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানগুলি প্রকাশ করে। অতএব, শুধুমাত্র এফআইআর/অভিযোগে করা অভিযোগগুলি খতিয়ে দেখাই যথেষ্ট হবে না, যাতে অভিযোগ গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানগুলি প্রকাশ করা হয়েছে কিনা তা নিশ্চিত করা যায়। তুচ্ছ বা বিরক্তিকর কার্যধারায়, আদালতের দায়িত্ব হল অভিযোগের পাশাপাশি মামলার রেকর্ড থেকে উদ্ভূত অন্যান্য অনেক পরিস্থিতি খতিয়ে দেখা এবং প্রয়োজনে যথাযথ যত্ন এবং সতর্কতার সাথে বিষয়গুলির মধ্যে কিছু পড়ার চেষ্টা করা। আদালত যখন

সিআরপিসির ধারা ৪৮২ অথবা সংবিধানের ২২৬ অনুচ্ছেদের অধীনে তার এখতিয়ার প্রয়োগ করে কেবল মামলার পর্যায়ে সীমাবদ্ধ থাকা উচিত নয় বরং মামলা শুরু/রেজিস্ট্রেশনের দিকে পরিচালিত সামগ্রিক পরিস্থিতি এবং তদন্তের সময় সংগৃহীত উপকরণগুলি বিবেচনা করার ক্ষমতা রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, হাতে থাকা মামলাটি ধরুন। একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে একাধিক এফআইআর নথিভুক্ত করা হয়েছে। এই ধরনের পরিস্থিতির পটভূমিতে একাধিক এফআইআর নথিভুক্ত করা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে, যার ফলে ব্যক্তিগত বা ব্যক্তিগত ক্ষোভের কারণে প্রতিশোধ নেওয়ার বিষয়টি উঠে আসে বলে অভিযোগ করা হয়েছে।

১৬. অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্য বনাম গোলকোণ্ডা লিঙ্গ স্বামী, (২০০৪) ৬ এস. সি. সি ৫২২ মামলায়, এই আদালতের দুই বিচারপতির বেঞ্চ একটি এফ. আই. আর বাতিল করার জন্য হাইকোর্ট কী ধরনের উপকরণ মূল্যায়ন করতে পারে সে সম্পর্কে বিশদ ব্যাখ্যা করেছে। আদালত প্রমাণ হিসাবে উপস্থাপিত উপকরণগুলির বিবেচনা এবং এই জাতীয় প্রমাণের প্রশংসার মধ্যে একটি সূক্ষ্ম পার্থক্য তুলে ধরেছে। শুধুমাত্র এমন উপাদান যা এফ. আই. আর-এ অভিযোগ প্রমাণ করতে স্পষ্টভাবে ব্যর্থ হয় একটি এফআইআর বাতিল করার জন্য বিবেচনা করা হবে। আদালত বলেছেঃ-

৫... আদালতের কর্তৃত্ব ন্যায়বিচারের অগ্রগতির জন্য বিদ্যমান এবং যদি অন্যায় সৃষ্টির জন্য সেই কর্তৃত্বের অপব্যবহার করার কোনও প্রচেষ্টা করা হয়, তাহলে আদালতের এই ধরনের অপব্যবহার রোধ করার ক্ষমতা রয়েছে। অন্যায়ের ফলে ন্যায়বিচারের বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয় এমন কোনও পদক্ষেপের অনুমতি দেওয়া আদালতের প্রক্রিয়ার অপব্যবহার হবে। ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে আদালত যদি মনে করে যে এটি শুরু করা বা চালিয়ে যাওয়া আদালতের প্রক্রিয়ার অপব্যবহারের সমান, অথবা এই কার্যক্রম বাতিল করা অন্যথায় ন্যায়বিচারের লক্ষ্যে কাজ করবে, তাহলে যেকোনো কার্যক্রম বাতিল করা যুক্তিসঙ্গত হবে। যখন অভিযোগে কোনও অপরাধ প্রকাশ করা হয় না, তখন আদালত সত্যের প্রশ্নটি পরীক্ষা করতে পারে। যখন কোনও অভিযোগ বাতিল করার জন্য অনুরোধ করা হয়, তখন অভিযোগকারী কী অভিযোগ করেছেন এবং অভিযোগগুলি সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করা হলেও কোনও অপরাধ করা হয়েছে কিনা তা মূল্যায়ন করার জন্য উপকরণগুলি পরীক্ষা করা অনুমোদিত।

৬. আর. পি. কাপুর বনাম পঞ্জাব রাজ্য, এ. আই. আর. ১৯৬০ এস. সি. ৮৬৬:১৯৬০ সি. আর. আই. এল. বিচারপতি ১২৩৯, এই আদালত কিছু বিভাগের মামলাগুলির সারসংক্ষেপ করেছে যেখানে বাতিল করার জন্য অন্তর্নিহিত ক্ষমতা প্রয়োগ করা যেতে পারে এবং করা উচিত কার্যধারাঃ (এ ই আর পৃষ্ঠা ৮৬৯, অনুচ্ছেদ ৬)

(i) যেখানে এটি স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে এর বিরুদ্ধে একটি আইনি বাধা রয়েছে প্রতিষ্ঠান বা ধারাবাহিকতা যেমন অনুমোদনের ইচ্ছা;

(i) যেখানে প্রথম তথ্য প্রতিবেদন বা অভিযোগের অভিযোগগুলি তার মুখ মূল্যে নেওয়া হয় এবং সম্পূর্ণরূপে গৃহীত হয় না অভিযুক্ত অপরাধ গঠন করে;

(iii) যেখানে অভিযোগগুলি একটি অপরাধ গঠন করে, কিন্তু কোনও আইনি প্রমাণ যুক্ত করা হয় না বা প্রমাণ স্পষ্টভাবে বা স্পষ্টভাবে উপস্থাপিত হয় চার্জ প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়।

৭. শেষোক্ত বিভাগের সাথে মোকাবিলা করার সময়, এমন একটি মামলার মধ্যে পার্থক্য মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যেখানে কোনও আইনি প্রমাণ নেই বা যেখানে এমন প্রমাণ রয়েছে যা অভিযোগের সাথে স্পষ্টভাবে অসঙ্গতিপূর্ণ, এবং এমন একটি মামলা যেখানে আইনি প্রমাণ রয়েছে যা মূল্যায়নের ভিত্তিতে, অভিযোগগুলিকে সমর্থন করতে পারে বা নাও করতে পারে। কোডের 482 ধারার অধীনে এখতিয়ার প্রয়োগ করার সময়, হাইকোর্ট সাধারণত কোনও তদন্ত শুরু করবে না যে প্রশ্নে থাকা প্রমাণ নির্ভরযোগ্য কিনা বা যুক্তিসঙ্গত মূল্যায়নের ভিত্তিতে অভিযোগ টিকবে কিনা। এটি বিচার বিভাগের বিচারকের কাজ। বিচারিক প্রক্রিয়া, নিঃসন্দেহে নিপীড়ন বা অপ্রয়োজনীয় হয়রানির হাতিয়ার হওয়া উচিত নয়। আদালতের বিচক্ষণতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে সতর্ক এবং বিচক্ষণ হওয়া উচিত এবং প্রক্রিয়া জারি করার আগে সমস্ত প্রাসঙ্গিক তথ্য এবং পরিস্থিতি বিবেচনা করা উচিত, যাতে এটি কোনও ব্যক্তিগত অভিযোগকারীর হাতে প্রতিহিংসা প্রকাশ করে কোনও ব্যক্তিকে অপ্রয়োজনীয়ভাবে হয়রানি করার হাতিয়ার না হয়। একই সাথে ধারাটি কোনও অভিযুক্তকে কোনও মামলা সংক্ষিপ্ত করার এবং তার আকস্মিক মৃত্যু ঘটানোর জন্য হস্তান্তরিত হাতিয়ার নয়..."

ডঃ সিংভি মাহমুদ আলী ও অন্যান্যরা - বনাম – উত্তরপ্রদেশ রাজ্য এবং অন্যান্যরা- এর উপরও জোর দিয়েছিলেন। ২০২৩ সালের SCC অনলাইন SC 950-এ রিপোর্ট করা হয়েছে যেখানে ভজন লাল (উপরে)-এর ক্ষেত্রে নির্ভরতা রাখা হয়েছিল এবং হাজী ইকবাল (উপরে)-তে উল্লেখিত নীতিগুলি পুনর্ব্যক্ত করা হয়েছিল।

আবেদনকারীর পক্ষে শিক্ষিত প্রবীণ আইনজীবী নীহারিকা ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রাইভেট লিমিটেড-বনাম-মহারাষ্ট্র রাজ্য এবং অন্যান্যরা ২০২১ সালে এস. সি. সি অনলাইন এস. সি. ৩১৫-এ রিপোর্ট করেছেন যাতে সি.আর. পি.সি.-এর ৪৮২ ধারার অধীনে উচ্চ আদালত -এ অর্পিত ক্ষমতার পরিমাণ প্রদর্শন করা যায় ।

আবেদনকারীর পক্ষে তাঁর যুক্তি শেষ করার সময় প্রবীণ আইনজীবী বলেন যে আবেদনকারী ১৯৭৩ সালের ফৌজদারি কার্যবিধির ৪৮২ ধারার অধীনে বর্তমান পিটিশনটি পছন্দ করতে বাধ্য, যাতে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট দ্বারা পরিচালিত অন্যায্য ও পক্ষপাতদুষ্ট তদন্তকে চ্যালেঞ্জ করা যায়, অর্থাৎ বিরোধী পক্ষ, এখানে আবেদনকারীর বিরুদ্ধে এবং যদি এটি চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়, তবে এটি ন্যায়বিচারের গর্ভপাত এবং এর ক্ষেত্রে আবেদনকারীকে পক্ষপাতের সমান হবে ই. ডি. দ্বারা পরিচালিত মাছ ধরা এবং বিচরণ তদন্ত এবং বিদ্বেষপূর্ণ কার্যক্রম।

এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল শ্রী এস. ভি. রাজু আবেদনকারীর পক্ষে উত্থাপিত যুক্তির বিরোধিতা করেন। তিনি আবেদনের স্থায়িত্ব এবং এতে উত্থাপিত আবেদন সম্পর্কিত বিষয়ের উপর তার যুক্তি শুরু করেন। বিজ্ঞ অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল কর্তৃক উত্থাপিত আইন সম্পর্কিত বিষয়গুলি নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার আগে, তার দ্বারা দাখিল করা যুক্তির লিখিত নোটে সংক্ষেপিত তথ্যগত ম্যাট্রিক্স নিম্নরূপে উপস্থাপন করা হয়েছে:

"আবেদনকারী অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ কেলেঙ্কারিতে (ই. সি. আই. আর/কে. এল. জেড. ও-এইচ. আই/ তারিখ -এ হাজির হওয়ার জন্য -এ তলব করা হয়েছিল। প্রাথমিক শিক্ষক নির্বাচন ও নিয়োগের ক্ষেত্রে অবৈধতা ও অনিয়মের জন্য ২০২২ সালের সি. বি. আই-এর এফআইআর আর. সি. ৬-এর ভিত্তিতে ই. ডি এই বিষয়ে ই. সি. আই. আর-কে নথিভুক্ত করেছে। শিক্ষকদের উক্ত নির্বাচন ও নিয়োগ শিক্ষক যোগ্যতা পরীক্ষা (টি. ই. টি-২০১৪) পরীক্ষার ভিত্তিতে করা হয়েছিল। এই কেলেঙ্কারির তদন্ত কেবলমাত্র সি. বি. আই. এ. সি. বি কলকাতা দ্বারা এফআইআর নিবন্ধনের মাধ্যমে শুরু হয়েছিল এবং তারপরে ই. ডি দ্বারা অর্থ পাচারের অপরাধের তদন্ত -এর জন্য ই. সি. আই. আর-এর রেকর্ডিংয়ের মাধ্যমে শুরু হয়েছিল।

পিএমএলএ-র অধীনে এই মামলার তদন্ত চলাকালীন, ১৯.০৯.২০২২ তারিখে কলকাতার মাননীয় বিশেষ আদালতে (পিএমএলএ) শ্রী পার্থ চ্যাটার্জী এবং শ্রীমতী অর্পিতা মুখার্জী সহ ৮ জন অভিযুক্তের বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করা হয়। এছাড়াও, পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষক নিয়োগ কেলেঙ্কারিতে শ্রী মানিক ভট্টাচার্য, বিধায়ক এবং পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা বোর্ডের প্রাক্তন সভাপতি শ্রী তাপস কুমার মণ্ডল এবং অন্যান্যদের সহ ৬ জন অভিযুক্ত ব্যক্তি এবং সংস্থার বিরুদ্ধে প্রথম সম্পূরক মামলা দায়ের করা হয় ০৭.১২.২০২২ তারিখে কলকাতার মাননীয় বিশেষ আদালতে (পিএমএলএ)। মামলায় দ্বিতীয় সম্পূরক মামলা দায়ের করা হয় ২১.০৩.২০২৩ তারিখে কুন্তল ঘোষের বিরুদ্ধে এবং তৃতীয় সম্পূরক মামলা দায়ের করা হয় ০৮.০৫.২০২৩ তারিখে শ্রী শান্তনু ব্যানার্জি এবং শ্রী অয়ন শীলের বিরুদ্ধে। ২৮.০৭.২০২৩ তারিখের চতুর্থ সম্পূরক প্রসিকিউশন অভিযোগটিও শ্রী সুজয় কৃষ্ণ ভদ্র এবং অন্যান্যদের বিরুদ্ধে দায়ের করা হয়েছে। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে একটি প্রাথমিক মামলা তৈরি করা হয়েছে বলে আবিষ্কার করার পর, কলকাতার মাননীয় বিশেষ আদালত প্রসিকিউশন অভিযোগের পাশাপাশি সমস্ত সম্পূরক প্রসিকিউশন অভিযোগ আমলে নিয়েছে।

আরও দাখিল করা হচ্ছে যে, ১ (এক) জন প্রসিকিউশন অভিযোগ ৪টি সম্পূরক প্রসিকিউশন অভিযোগ ইতিমধ্যেই মোট ২৫ জন অভিযুক্তকে ঘিরে দাখিল করা হয়েছে, যার মধ্যে ৯ জনই তদন্তাধীন অর্থ পাচারের অপরাধের সাথে সম্পর্কিত (যার সাথে আবেদনকারীর উপস্থিতি চাওয়া হয়েছিল) এবং উপযুক্ত আদালতও অপরাধটি আমলে নিয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট অভিযুক্ত ব্যক্তিদের তলব করেছে। অতএব, অভিযোগ দায়ের করা হয়ে গেলে এবং পিএমএলএ-এর ধারা ৪৪ ব্যাখ্যা (ii) অনুসারে বিষয়টি আরও তদন্তাধীন থাকা অবস্থায় ECIR বাতিল করার কোনও সুযোগ নেই।

এই মামলায়, শ্রী পার্থ চ্যাটার্জির ঘনিষ্ঠ সহযোগী শ্রীমতী অর্পিতা মুখার্জির কাছ থেকে ইতিমধ্যেই মোট ৪৯.৮০ কোটি টাকা নগদ এবং ৫.০৮ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের সোনা ও গয়না জব্দ করা হয়েছে। নগদ ও সোনা জব্দের পাশাপাশি এ পর্যন্ত ৩টি অস্থায়ী সংযুক্তি আদেশ (পিএও) জারি করে এই নিয়োগ কেলেঙ্কারিতে ৭১.১৮ কোটি টাকার সম্পত্তিও অস্থায়ীভাবে বাজেয়াপ্ত করেছে ইডি। মামলায় মোট বাজেয়াপ্তি এবং সংযুক্তির পরিমাণ প্রায় ১২৬ কোটি টাকা।

অভিযুক্ত সুজয় কৃষ্ণ ভদ্রের বিরুদ্ধে তদন্তে জানা যায় যে তিনি শ্রী অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আর্থিক বিষয়গুলি দেখাশোনা করতেন এবং অভিযুক্ত সুজয় কৃষ্ণ ভদ্রের নিয়ন্ত্রিত কোম্পানি/ফার্মের মাধ্যমে তাদের উভয়ের মধ্যে সন্দেহজনক আর্থিক লেনদেন রয়েছে। সুতরাং, এই প্রেক্ষাপট এবং পটভূমিতেই আবেদনকারী অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে ০৮.০৬.২০২৩ তারিখের সমনের মাধ্যমে ১৩.০৬.২০২৩ তারিখে হাজিরার জন্য ইডি কর্তৃক তলব করা হয়েছিল।

আবেদনকারী পিএমএলএ-র ধারা ৩ এবং ৪ এর অধীনে ECIR/KLZO-II/19/2022 এর কার্যধারা এবং 08.06.2023 তারিখে ED-এর সামনে হাজির হওয়ার জন্য জারি করা সমন, যতদূর সম্ভব, বাতিল করার জন্য আবেদন করেছেন। উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক যে আবেদনকারী সমন মেনে চলেননি এবং

পরিবর্তে, ১৩.০৬.২০২৩ তারিখের তার চিঠির মাধ্যমে ইডি কর্তৃক পরিচালিত তদন্তের পরিধি এবং তাৎপর্য জানতে চেয়েছিলেন। আবেদনকারীকে ১৪.০৬.২০২৩ তারিখের চিঠির মাধ্যমে জানানো হয়েছিল যে পিএমএলএ-এর বিধান অনুসারে প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ কেলেঙ্কারিতে অপরাধের মাধ্যমে অর্জিত অর্থের তদন্তের জন্য সমন জারি করা হয়েছিল।

এই বিষয়টি প্রথম ২০.০৭.২০২৩ তারিখে কলকাতার মাননীয় হাইকোর্টে তোলা হয়েছিল যেখানে দেখা গেছে যে আবেদনকারীর বিরুদ্ধে উপস্থিত হওয়া উপকরণগুলির বিষয়ে মূল্যায়নের জন্য নথিগুলি আদালতে উপস্থাপন করতে হবে। এই প্রসঙ্গে, কলকাতার মাননীয় হাইকোর্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে ২৮.০৭.২০২৩ তারিখে ইডি কর্তৃক সুজয় কৃষ্ণ ভদ্র এবং অন্যান্যদের বিরুদ্ধে বিজ্ঞ বিশেষ কোর্টে (পিএমএলএ) দাখিল করা চতুর্থ সম্পূরক প্রসিকিউশন অভিযোগের প্রতি।

প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখ করা যায় যে বর্তমান বিষয়টি ইতিমধ্যেই মাননীয় সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছে যেখানে তাৎক্ষণিক আবেদনকারী ১৮.০৫.২০২৩ তারিখের কলকাতা হাইকোর্টের WPA নং ৯৯৭৯ অফ ২০২২-এ প্রদত্ত ১৮.০৫.২০২৩ তারিখের আদেশকে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন। মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট SLP (C) নং ১১৫৮৮-১১৫৮৯/২০২৩ তারিখের আদেশে হস্তক্ষেপ করতে অস্বীকৃতি জানিয়ে উক্ত বিষয়টি নিষ্পত্তি করেছিলেন। কারণ এটি করার ফলে প্রাথমিক পর্যায়ে তদন্ত বন্ধ করে দেওয়া হবে। তাৎক্ষণিক CRR আবেদনে আবেদনকারীর গৃহীত যুক্তি ভারতের মাননীয় সুপ্রিম কোর্টের সামনে তার দ্বারা উত্থাপিত যুক্তির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

আবেদনকারী কেবল ইডি এবং সিবিআই কর্তৃক কয়লা পাচার কেলেঙ্কারিতে তার বিরুদ্ধে পরিচালিত তদন্তের তথ্য মিশিয়ে মাননীয় হাইকোর্টকে বিভ্রান্ত এবং বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেছেন। আবেদনকারী কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বারা কথিত হয়রানির কিছু ঘটনাও উল্লেখ করেছেন, তবে, ECIR/KLZO-II/19/2022 (প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ কেলেঙ্কারি) -এ ইডি কলকাতা জোনাল অফিস-II দ্বারা তদন্ত করা বর্তমান মামলার সাথে এগুলি সম্পূর্ণরূপে অপ্রাসঙ্গিক এবং অপ্রাসঙ্গিক।

মাননীয় হাইকোর্টে বিচার চলাকালীন ইডি থেকে মৌখিক আশ্বাস পাওয়ার পর, আবেদনকারী ১৩.০৯.২০২৩ তারিখে প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ কেলেঙ্কারির ১০ নম্বর মামলায় মাত্র একবার হাজির হয়েছেন, যেখানে তিনি তাৎক্ষণিক ফৌজদারি সংশোধন আবেদনের নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত তার বিরুদ্ধে কোনও দমনমূলক পদক্ষেপ নেওয়া হবে না। আবেদনকারী আদালতে বিভিন্ন আবেদন দাখিল করে যেকোনো মূল্যে তদন্ত এড়াতে চেয়েছেন। আবেদনকারীকে ০৮.০৬.২০২৩ তারিখে নথিপত্র সহ হাজির হওয়ার জন্য তলব করা হয়েছিল, তবে, আবেদনকারী পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রচারণায় ব্যস্ত থাকার কারণে উক্ত তারিখে উপস্থিত না হওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক যে আবেদনকারী সিআরআর আবেদনে দাবি করা সম্পূর্ণ নথিপত্রও জমা দেননি। আবেদনকারী ২৬.০৬.২০২৩ তারিখে ইডি কলকাতায় তার চিঠির মাধ্যমে অসম্পূর্ণ নথি জমা দিয়েছেন।

আবেদনকারী ১৪.০৬.২০২৩ তারিখের চিঠিতে তদন্তে সহযোগিতার আশ্বাস দিলেও, তিনি ৮.০৬.২০২৩ তারিখের সমন মেনে ইডির সামনে হাজির হননি। আবেদনকারী এর আগে সমন অমান্য করেছিলেন কারণ তিনি পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণের সাথে যোগাযোগের জন্য এবং ৮.০৭.২০২৩ তারিখে পঞ্চায়েত নির্বাচন শেষ হওয়ার কথা ছিল। এরপর, আবেদনকারী ২৬.০৭.২০২৩ থেকে ২০.০৮.২০২৩ তারিখে অস্ত্রোপচার-পরবর্তী চিকিৎসা পর্যালোচনার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চলে যান। মনে হচ্ছে আবেদনকারী তদন্তে সহযোগিতা না করার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং রাজনীতিবিদ এবং তাদের এজেন্টদের দ্বারা প্রার্থীদের প্রতারিত এবং প্রতারিত করার ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে বড় কেলেঙ্কারির তদন্ত এড়াতে কেবল উপায় খুঁজছেন। মনে হচ্ছে আবেদনকারী তার সুবিধামতো তারিখ, সময়, স্থান এবং তদন্তের পদ্ধতি ঠিক করতে চান।

আবেদনকারীর উল্লিখিত পদক্ষেপগুলি ১৯৯৭ সালের আপিল (Crl) ১১১৬-এ দুঃখীশ্যম বেনুপানি, AD, ED (FERA) বনাম অরুণ কুমার বাজোরিয়া মামলায় মাননীয় সুপ্রিম কোর্টের রায়ের সম্পূর্ণ পরিপন্থী, যেখানে বলা হয়েছে যে অপরাধের সাথে জড়িত ব্যক্তিদের কাছে স্থান, সময় এবং প্রশ্ন এবং এই জাতীয় প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার পদ্ধতি নির্ধারণের দায়িত্ব তদন্তকারী সংস্থার উপর ছেড়ে দিতে হবে।

এটাও উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক যে, আবেদনকারী অভিষেক ব্যানার্জির সাথে ঘনিষ্ঠ আর্থিক সম্পর্ক থাকা অভিযুক্ত শ্রী সুজয় কৃষ্ণ ভদ্রও কোনওভাবে তদন্ত এড়াতে এবং তা ব্যাহত করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করছেন। এই প্রসঙ্গে, জানানো হচ্ছে যে, ২৭.০৬.২০২৩ তারিখে পিএমএলএ-এর অধীনে মাননীয় বিশেষ আদালতের নির্দেশে অভিযুক্ত শ্রী সুজয় কৃষ্ণ ভদ্রকে বিচার বিভাগীয় হেফাজতে জিজ্ঞাসাবাদ করার কথা ছিল, তবে ২৭.০৬.২০২৩ তারিখের ভোরে অভিযুক্তের স্ত্রীর মৃত্যু হওয়ায় তা করা সম্ভব হয়নি। এরপর, পশ্চিমবঙ্গ জেল কোডের অধীনে কারা কর্তৃপক্ষ অভিযুক্তকে ৩ দিনের প্যারোল মঞ্জুর করে। একই সাথে অভিযুক্ত ২৭.০৬.২০২৩ তারিখে তার স্ত্রীর মৃত্যুর কারণে কলকাতার মাননীয় হাইকোর্টে জামিনের আবেদন করেন, তবে, ৩০.০৬.২০২৩ তারিখে তা তালিকাভুক্ত করা হয়। ৩০.০৬.২০২৩ তারিখে, মাননীয় হাইকোর্ট অভিযুক্ত সুজয় কৃষ্ণ ভদ্রকে ১৬ দিনের প্যারোল মঞ্জুর করেন, যা ১৭.০৭.২০২৩ তারিখে শেষ হয়।

১৭.০৭.২০২৩ তারিখ সকালে অভিযুক্তকে প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগার কারা কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছিল, তবে অভিযুক্ত তাৎক্ষণিকভাবে অসুস্থতার অভিযোগ করলে তাকে রাজ্য সরকার পরিচালিত এসএসকেএম হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। অভিযুক্ত এখনও পর্যন্ত হাসপাতালেই রয়েছেন এবং তদন্ত কর্মকর্তা তাকে আরও জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারেননি যার ফলে তদন্ত স্থগিত হয়ে যায়। উল্লেখ্য, অভিযুক্ত সুজয় কৃষ্ণ ভদ্র, মাননীয় হাইকোর্টের আদেশের পর অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে, তার অস্ত্রোপচারের জন্য কলকাতার বিএম বিড়লা হার্ট রিসার্চ সেন্টারে ভর্তি হন। ইডি কর্তৃক গঠিত একটি মেডিকেল বোর্ডের সম্মতির পর কলকাতার মাননীয় হাইকোর্ট উক্ত আদেশটি পাস করে।

ইডি বিজ্ঞ আদালতের কাছে অভিযুক্ত সুজয় কৃষ্ণ ভদ্রের কণ্ঠস্বরের নমুনা পাওয়ার জন্য আবেদনও করেছিল। বিশেষ আদালত (পিএমএলএ) এবং বিশেষ আদালত প্যারোল শেষ হওয়ার ৩ দিনের মধ্যে বিশেষ আদালতের নির্দেশের মাধ্যমে অনুমতি দিয়েছিল। ইডি কলকাতার সিএফএসএল-এর সহায়তায় অভিযুক্ত সুজয় কৃষ্ণ ভদ্রের কণ্ঠস্বরের নমুনা পাওয়ার চেষ্টা করেছিল কিন্তু কলকাতার এসএসকেএম হাসপাতালে অভিযুক্ত সুজয় কৃষ্ণ ভদ্রের ভর্তির কারণে তা করা যায়নি। যে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের তাত্ক্ষণিক সিআরআর দাখিল সহ ঘটনার পুরো ক্রমটি তদন্ত ব্যাহত করার জন্য সন্দেহভাজন/অভিযুক্তদের অংশ -এর উপর একটি সমন্বিত এবং প্রতারণামূলক প্রচেষ্টা দেখায়।

এই মামলার তদন্তের অগ্রগতি সম্পর্কে ইডি ইতিমধ্যেই ১৪.০৬.২০২৩, ১৪.০৭.২০২৩, ২৯.০৮.২০২৩ এবং ১৪.০৯.২০২৩ তারিখে মাননীয় হাইকোর্টের বিচারপতি অমৃতা সিনহার বেঞ্চে ৪টি প্রতিবেদন জমা দিয়েছে। মাননীয় হাইকোর্ট ২১.০৯.২০২৩ তারিখে আরও একটি প্রতিবেদন জমা দেওয়ার এবং মেসার্স লিপস এবং বাউন্ডস প্রাইভেট লিমিটেডের বিবরণ জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে, যার তাৎক্ষণিক আবেদনকারী সিইও। মাননীয় হাইকোর্ট এর আগেও অর্থের লেনদেন এবং সুবিধাভোগীদের খুঁজে বের করার জন্য কোনও কসরত না করার নির্দেশ দিয়েছিল।

তথ্য ও প্রমাণ সংগ্রহের জন্য পিএমএলএ-এর অধীনে সমন জারি করা হয়। তলবকৃত ব্যক্তিদের অবশ্যই বিচারের আওতায় আনার প্রয়োজন নেই এবং তলবকৃত ব্যক্তিদের অর্থ পাচারের অপরাধের তদন্তের পরেই তাদের বিচার বা অন্য কোনও বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ কেলেঙ্কারিতে তথ্য ও প্রমাণ সংগ্রহের জন্য এখন পর্যন্ত মোট ১৮৪টি সমন জারি করা হয়েছে। মোট ৫টি প্রসিকিউশন অভিযোগ (১টি পিসি এবং ৪টি

মামলায় এখন পর্যন্ত সম্পূরক মামলা দায়ের করা হয়েছে, যেখানে ২৫ জন ব্যক্তি এবং সত্তাকে অভিযুক্ত করা হয়েছে। ১০০ জনেরও বেশি ব্যক্তির মধ্যে এখন পর্যন্ত মাত্র ৯ জন ব্যক্তির (ব্যক্তি) বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে। অতএব, আবেদনকারীর সন্দেহ এবং ফৌজদারি সংশোধন এই পর্যায়ে অকালপ্রয়াত। তদন্তের এই প্রাথমিক পর্যায়ে আবেদনকারীর উচিত সংস্থাটির সাথে সহযোগিতা করা।

বর্তমান তদন্তে প্রতিদিনই প্রমাণ উঠে আসছে। এটি পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা বিভাগের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় কেলেঙ্কারি যেখানে প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী সহ রাজনৈতিকভাবে শক্তিশালীদের নির্দেশে এজেন্ট/দালালদের দ্বারা হাজার হাজার প্রার্থীকে লুট করা হয়েছে এবং প্রতারণা করা হয়েছে। আবেদনকারী পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের অন্যতম শক্তিশালী রাজনীতিবিদ, যাদের ক্ষমতাসীন দল এবং রাজ্য সরকারে প্রচুর প্রভাব রয়েছে। এই মামলায় সমন জারি করে আরও অনেক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ করা প্রয়োজন এবং যেকোনো উপায়ে অব্যাহতি দেওয়া হলে অপরাধমূলক কেলেঙ্কারির অপরাধীরা তদন্তকে বাধাগ্রস্ত করার জন্য এই ধরনের অকাল আবেদন দায়ের করতে উৎসাহিত হবে যা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের উচ্চ এবং ক্ষমতাশালীদের ঘৃণ্য কার্যকলাপ প্রকাশ করেছে।"

বিজ্ঞ অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল যুক্তি দেন যে ECIR কেবল একটি অভ্যন্তরীণ নথি এবং এমনকি একটি বিধিবদ্ধ নথিও নয়। তাই এটি বাতিল করা যাবে না। এই মর্মে, বিজ্ঞ ASG আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন বিজয় মদনলাল চৌধুরী এবং অন্যান্য বনাম ভারত ইউনিয়নের অনুচ্ছেদ 457 এর প্রতি, যা 2022 SCC অনলাইন 929-এ প্রকাশিত হয়েছে। প্রাসঙ্গিক অনুচ্ছেদটি নিম্নরূপে বর্ণনা করা হয়েছে:

> "৪৫৭- এটা লক্ষ্য করা যথেষ্ট যে, অর্থ পাচারের অপরাধের তদন্ত/তদন্ত সম্পর্কিত বিশেষ ব্যবস্থা প্রদানকারী একটি বিশেষ আইন হওয়ায়, ১৯৭৩ সালের কোডের বিধান থেকে সাদৃশ্য নেওয়া যায় না,

২০০২ সালের আইনের অধীনে নির্ধারিত অভিযোগ পদ্ধতি হিসেবে অর্থ লন্ডারিং এবং আরও অনেক কিছু নিবন্ধনের ক্ষেত্রে। অধিকন্তু, ২০০২ সালের আইনের ৪৮ ধারায় উল্লেখিত কর্তৃপক্ষই কেবল এই ধরনের অভিযোগ দায়ের করতে সক্ষম। এটি ভিন্ন বিষয় যে অপরাধের অর্থ ক্রোক এবং বাজেয়াপ্তকরণের জন্য একই কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সংগৃহীত উপকরণ/প্রমাণ অর্থ ক্রোক অপরাধের জন্য অপরাধের অর্থের সাথে সম্পর্কিত প্রক্রিয়া বা কার্যকলাপে জড়িত ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা করার জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। এই আইনের অধীনে সম্পত্তির (অপরাধের অর্থ) বিরুদ্ধে দেওয়ানি মামলা (ক্রোক এবং বাজেয়াপ্তকরণ) মাধ্যমে মামলা করার জন্য তদন্ত/তদন্তের প্রক্রিয়া বিবেচনা করে, সাধারণ আইনের অধীনে আমলযোগ্য অপরাধের ক্ষেত্রে এখতিয়ারভুক্ত পুলিশ কর্তৃক এফআইআর নিবন্ধনের মতো আনুষ্ঠানিকভাবে ECIR নিবন্ধনের প্রয়োজন নেই। ED-এর এই অবস্থানে জোর দেওয়া হয়েছে যে ECIR হল অপরাধের অর্থের সাথে সম্পর্কিত প্রক্রিয়া বা কার্যকলাপের সাথে জড়িত ব্যক্তির বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা বা মামলা শুরু করার আগে বিভাগ কর্তৃক তৈরি একটি অভ্যন্তরীণ নথি। সুতরাং, ECIR কোনও বিধিবদ্ধ দলিল নয়, এবং ২০০২ সালের আইনে এমন কোনও বিধান নেই যেখানে ১৯৭৩ সালের কোডের ১৫৪ ধারার বিপরীতে ৪৮ ধারায় উল্লেখিত কর্তৃপক্ষকে ECIR রেকর্ড করতে বা অভিযুক্তকে তার অনুলিপি সরবরাহ করতে হবে। এই ধরনের ECIR রেকর্ড করা হয়নি, এই বিষয়টি ২০০২ সালের আইনের ৪৮ ধারায় উল্লেখিত কর্তৃপক্ষের পক্ষে নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণ করে অপরাধের মাধ্যমে অর্জিত সম্পত্তি ক্রোকের জন্য তদন্ত/তদন্ত শুরু করার ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়ায় না।"

এটি যুক্তি দেওয়া হয়েছিল যে ই. সি. আই. আর/এফ. আই. আর/অভিযোগে নাম থাকা অভিযুক্ত ব্যতীত অন্য কোনও ব্যক্তির দ্বারা বাতিল করার আবেদন রক্ষণযোগ্য নয়।এই বিষয়ে নির্ভরশীলতা সুপ্রিম কোর্টের রায়ে রাখা হয়েছিল হুকুম চাঁদ গর্গ বনাম উত্তর প্রদেশ রাজ্য ও অন্যান্যরা

এস.এল.পি (সিআরএল) ৭৬২/২০২০]-তে সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক গৃহীত ০৭.০২.২০২২ তারিখের আদেশ । প্রাসঙ্গিক অনুচ্ছেদটি নিম্নরূপঃ

> "এটা বিতর্কিত নয় যে আবেদনকারীদের উক্ত অপরাধে অভিযুক্ত হিসেবে নামকরণ করা হয়নি। যদি আবেদনকারীদের উক্ত অপরাধে অভিযুক্ত হিসেবে নামকরণ না করা হয়, তাহলে উক্ত এফআইআর বা কেন্দ্রীয় তদন্ত ব্যুরো (সিবিআই) কর্তৃক তদন্তাধীন মামলা বাতিল করার প্রশ্নই ওঠে না কারণ আবেদনকারীদের এই ধরনের প্রতিকার চাওয়ার কোনও সুযোগ থাকবে না।
>
> অন্য কথায়, যে আবেদনকারীদের উক্ত অপরাধে অভিযুক্ত হিসেবে নামকরণ করা হয়নি অথবা যে মামলার ভিত্তিতে সিবিআই কর্তৃক বর্তমানে নথিভুক্ত করা হয়েছে, তাদের অন্য কিছু ব্যক্তির (অভিযুক্ত) বিরুদ্ধে মামলা বাতিল করার জন্য অনুরোধ করার অনুমতি দেওয়া যাবে না।
>
> একই কারণে, আমরা আবেদনকারীদের অনুরোধে ফৌজদারি কার্যবিধির ৪৩৮ ধারার অধীনে দাবি করা প্রতিকারের সঠিকতা পরীক্ষা করার ইচ্ছা পোষণ করি না।"

এই বিষয়ে ২০২০ সালের এস. সি. সি অনলাইন এস. সি ১০২৭-এ রিপোর্ট করা সঞ্জয় তিওয়ারি বনাম উত্তর প্রদেশ রাজ্য এবং আরেকজন-এর কাছেও উল্লেখ করা হয়েছিল। উক্ত রায়ের ১১ নং অনুচ্ছেদটি নিম্নরূপঃ

> ১১. এটা সুনিশ্চিত যে দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের আওতাধীন অপরাধের ক্ষেত্রে ফৌজদারি বিচার যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সম্পন্ন করতে হবে এবং শেষ করতে হবে কারণ দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের আওতাধীন অপরাধগুলি এমন অপরাধ যা কেবল অভিযুক্তকেই নয় বরং সমগ্র সমাজ এবং প্রশাসনকে প্রভাবিত করে। এটাও সুনিশ্চিত যে হাইকোর্ট যথাযথ মামলায় ৪৮২ সিআরপিসির অধীনে বা অন্য কোনও কার্যক্রমে সর্বদা বিচারিক আদালতকে ফৌজদারি বিচার দ্রুত করার এবং প্রয়োজনীয় আদেশ জারি করার নির্দেশ দিতে পারে। কিন্তু বর্তমান মামলাটি এমন একটি মামলা যেখানে বিবাদী ২ কর্তৃক শুরু করা কার্যক্রম কোনওভাবেই সঠিক কার্যধারা বলে মনে হয় না। বিবাদী ২ আপিলকারীর বিরুদ্ধে ফৌজদারি কার্যধারা শুরু করার সাথে কোনওভাবেই যুক্ত নয়। বিবাদী ২ ধারা ৬-এর অধীনে তার আবেদনে তাকে একজন সামাজিক কর্মী এবং একজন আইনজীবী হিসেবে বর্ণনা করেছেন।"

জনতা দল বনাম এইচ. এস. চৌধুরীর উপরও রাখা হয়েছিল, যা (১৯৯১) ৩ এস.সি.সি ৭৫৬-এ রিপোর্ট করা হয়েছিল। বিপরীত পার্টির দ্বারা উদ্ধৃত প্রাসঙ্গিক অনুচ্ছেদ নিম্নরূপ নির্ধারণ করা হয়েছেঃ

"২৬. নির্দিষ্ট অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে দায়ের করা এই ধরণের ফৌজদারি মামলায় আইনের লক্ষ লক্ষ প্রশ্ন গভীরভাবে বিবেচনা এবং পরীক্ষা করার প্রয়োজন থাকলেও, এই ধরণের সমস্ত প্রশ্ন উত্থাপন করা এবং তাদের বিরুদ্ধে শুরু হওয়া কার্যক্রমকে যথাযথ সময়ে যথাযথ ফোরামে চ্যালেঞ্জ করা তাদের এবং তাদেরই একমাত্র দায়িত্ব, জনস্বার্থ মামলার আড়ালে তৃতীয় পক্ষের নয়।"

সমনের পর্যায়ে একজন ব্যক্তি 'সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি' হিসেবে যোগ্য নন এবং তাই বর্তমান আবেদনটি অকালপ্রয়াত, এই মর্মে যে WP (ফৌজদারি) নং 109/2013-এ কিরীট শ্রীমাঙ্কর বনাম ভারত ইউনিয়ন এবং অন্যান্যদের উপর নির্ভর করা হয়েছিল, যার প্রাসঙ্গিক অনুচ্ছেদটি নিম্নরূপে বর্ণিত হয়েছে:

"রিট পিটিশনের শুনানি চলাকালীন, আমরা দেখতে পাই যে রিট পিটিশনটি অকালপ্রয়াত ছিল। আবেদনকারীরা রিট পিটিশনে যে প্রার্থনা করা হয়েছে তা আবেদন করেছেন যেখানে আবেদনকারীরা আইনের প্রথম প্রশ্নটি নির্ধারণের জন্য ম্যান্ডামাস জারি করার জন্য প্রার্থনা করেছেন, যেটি হল ১৯৬২ সালের আবগারি আইনের ১৩৫ ধারার অধীনে অপরাধ সংঘটনের অভিযোগ জামিনযোগ্য অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে কিনা এবং আবগারি আইনের ১৩৫ ধারার অধীনে যদি কোনও আমলযোগ্য/অ-আমলযোগ্য অপরাধ থাকে, তাহলে তা তদন্ত করার জন্য ফৌজদারি কার্যবিধির ১৫৪, ১৫৫ এবং ১৫৭ ধারা মেনে চলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, আমরা যখন রিট পিটিশনে থাকা বক্তব্যগুলি পর্যালোচনা করেছি, তখন আবেদনকারীকে এই রিট পিটিশন দায়ের করার জন্য উস্কানি দেওয়া হয়েছিল, যা ছিল ১১.০৬.২০১৩ তারিখে আবেদনকারীর প্রাক্তন স্ত্রীর আবাসিক প্রাঙ্গণে পরিচালিত তথাকথিত তল্লাশি, যিনি সি-১০৩, গোকুল ডিভাইন, জেমস ওয়াদি, ইরলা, ভিলে পার্লেতে বসবাস করতেন (পশ্চিম), মুম্বাই-৪০০ ০৫৬ এবং

উক্ত তল্লাশিতে কোনও অপরাধমূলক ঘটনা ধরা পড়েনি। এতে আরও বলা হয়েছে যে, অফিসাররা হুমকি দিয়েছিলেন যে আবেদনকারীকে গ্রেপ্তার করা হবে, কারাগারে বন্দী করা হবে এবং তাদের নির্দেশ মেনে না নিলে তাকে ভয়াবহ পরিণতি ভোগ করতে হবে। সেই ভিত্তিতে ভারতীয় সংবিধানের ৩২ অনুচ্ছেদের অধীনে এই আদালতে রিট পিটিশন দাখিল করা হয়েছিল। তাই আমরা ব্যক্ত করেছি যে, রিট পিটিশনে থাকা এই ধরণের ক্ষীণ বক্তব্যের ভিত্তিতে ভারতীয় সংবিধানের ৩২ অনুচ্ছেদের অধীনে অসাধারণ সাংবিধানিক প্রতিকার চাওয়া আবেদনকারীর পক্ষে অত্যন্ত অকাল, কারণ এই ধরণের বক্তব্য প্রাথমিকভাবে গ্রেপ্তারের আশঙ্কার ভিত্তি তৈরি করতে পারে না। অতএব, আমরা আরও ব্যক্ত করেছি যে, উত্থাপিত বিভিন্ন বিষয়ের উপর রিট পিটিশনটি বিবেচনা করার যোগ্য নয়, কারণ আবেদনকারীর বিরুদ্ধে যথাযথ ইতিবাচক ব্যবস্থা নেওয়ার সময় আবেদনকারীর প্রতিকার বের করা তার দায়িত্ব। শুনানি চলাকালীন, আবেদনকারীর পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ সিনিয়র আইনজীবী এখন রিট পিটিশনটি প্রত্যাহার করতে চান এবং ভবিষ্যতে যদি এমন কোনও পরিস্থিতি দেখা দেয় তবে আবেদনকারীর প্রতিকার বের করার স্বাধীনতা সংরক্ষণ করেন।"

প্রাসঙ্গিক (২০১০) ১৫ এস. সি. সি. ৬৪৭-এ রিপোর্ট করা কাস্টম কমিশনার, কলকাতা এবং অন্যান্য বনাম মেসার্স এম. এম. এক্সপোর্টস অ্যান্ড অ্যানার-এর কাছে উল্লেখ করা হয়েছিল, বিপরীত পক্ষের দ্বারা উল্লিখিত অনুচ্ছেদটি নিম্নরূপঃ

১. সম্মতিসূচকভাবে বিতর্কিত আদেশটি [এম. এম. এক্সপোর্টস বনাম জোনাল ডিরেক্টর জেনারেল অফ ফরেন ট্রেড, (২০০১) ৩ ক্যাল এলটি ১২] বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। তবে, আমরা এটা স্পষ্ট করে দিতে চাই যে যতদূর সম্ভব হাইকোর্টের হস্তক্ষেপ করা উচিত নয় যখন বিভাগ সমন জারি করেছে। এটি সেই ব্যতিক্রমী মামলাগুলির মধ্যে একটি নয় যেখানে সমন জারি করার পর্যায়ে হাইকোর্টের হস্তক্ষেপ করা উচিত ছিল। এটি উল্লেখ করা যেতে পারে যে যোগ্যতার ভিত্তিতে অন্যান্য সমস্ত প্রশ্নস্পষ্টভাবে খোলা রাখা হয়।

আমরা মামলার সারমর্ম পরীক্ষা করিনি। আইন অনুসারে মামলা পরিচালনা করার অধিকার বিভাগটির রয়েছে। আপিলগুলি সেই অনুযায়ী নিষ্পত্তি করা হচ্ছে।"

সি. এম. রবীন্দ্রন বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়ায় হয়েছিল রিপোর্ট করা হয়েছে ২০২০ সালে এস. সি. সি অনলাইন কের ৭৫৫৫, যার প্রাসঙ্গিক অনুচ্ছেদটি হিসাবে নির্ধারণ করা হয়েছে নিম্নরূপঃ

৬. বিজ্ঞ এ. এস. জি-র দ্বারা উত্থাপিত রক্ষণযোগ্যতা সম্পর্কে প্রাথমিক আপত্তির মধ্যে আমি যথেষ্ট জোর খুঁজে পাচ্ছি। আইনের ৫০ (২) ধারার অধীনে জারি করা পি১১ সমনগুলি প্রদর্শন করুন। সমন জারি করা কোনও ব্যক্তি ব্যক্তিগতভাবে বা অনুমোদিত এজেন্টদের মাধ্যমে উপস্থিত হতে বাধ্য, যেমন সমন জারিকারী কর্মকর্তা নির্দেশ দেন, এবং যে কোনও বিষয়ে সত্য বলতে বাধ্য যার বিষয়ে তাকে পরীক্ষা করা হয় বা বিবৃতি দেওয়া হয় এবং প্রয়োজনীয় নথি উপস্থাপন করতে বাধ্য। সুপ্রিম কোর্ট যেমন কিরীট শ্রীমাঙ্করে রায় দিয়েছে, কোনও ব্যক্তিকে সত্য বলার জন্য বা বিবৃতি দেওয়ার জন্য এবং নথি পেশ করার জন্য ডাকা হওয়ার কারণে কোনও পদক্ষেপের কারণ দেখা যায় না।আমি আবেদনকারীর পক্ষে বিদ্বান কৌঁসুলির এই বক্তব্য মেনে নিতে অক্ষম যে, তার অসুস্থতা সত্ত্বেও আবেদনকারীকে বারবার তলব করার উপর ভিত্তি করে পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে, যা যুক্তিসঙ্গত আশঙ্কা জাগিয়ে তুলেছে যে আবেদনকারীকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিবৃতি দিতে বাধ্য করা হবে। আমি এই ধরনের আশঙ্কার কোনও ভিত্তি খুঁজে পাচ্ছি না কারণ ২৪ জন উত্তরদাতা আবেদনকারীর অনুরোধ মেনে নিয়ে তিনবার উপস্থিতির তারিখ পরিবর্তন করেছিলেন। তদন্ত বা কার্যধারা শুরু করার পরে, ২ জন উত্তরদাতাকে আবেদনকারীর সুবিধার্থে অনির্দিষ্টকালের জন্য অপেক্ষা করতে হবে বলে আশা করা যায় না দুখিশিয়াম বেনুপানিতে শীর্ষ আদালত যেমন রায় দিয়েছে, তদন্ত পর্যবেক্ষণ করা এবং স্থান, সময়, প্রশ্নগুলি নির্ধারণ করা এই আদালতের কাজ নয়।

অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেলও ১৪৩ অনুচ্ছেদের বীরভদ্র সিং বনাম এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের রায়ের উপর নির্ভর করেছিলেন রিপোর্ট করা হয়েছে

২০১৭ সালে এস. সি. সি অনলাইন ডেল ৮৯৩০, যার প্রাসঙ্গিক অনুচ্ছেদ নিম্নরূপ-

> "১৪৩... সম্পূর্ণ এবং কার্যকর তদন্তের উদ্দেশ্যে এনফোর্সমেন্ট অফিসারদের উপর প্রদত্ত ক্ষমতার মধ্যে রয়েছে "যেকোনো ব্যক্তিকে" তলব এবং জিজ্ঞাসাবাদ করার ক্ষমতা। আইন ঘোষণা করে যে, তলব করা প্রতিটি ব্যক্তি সত্য প্রকাশ করতে বাধ্য। এই ধরনের তদন্ত প্রক্রিয়ার সময়, তলব করা ব্যক্তি অভিযুক্ত নন। শুধুমাত্র ফাইল নম্বর দিয়ে ECIR রেকর্ডিং করলেই একজন ব্যক্তি অভিযুক্ত হয়ে ওঠে না। অতএব, বর্তমান আবেদনগুলি অত্যন্ত অকাল এবং এটি সুনিশ্চিত যে আদালত আইন দ্বারা প্রদত্ত তদন্তকারী সংস্থাগুলির ক্ষমতা হস্তক্ষেপ করে না...।"

রাঘব বহল বনাম এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের উপরও রাখা হয়েছিল যেখানে ডব্লিউ. পি. (সিআরএল) ২৩৯২/২০২১, -এ ২৩.০১.২০২৩ তারিখের আদেশে দিল্লি হাইকোর্ট নিম্নরূপ রায় দিতে পেরে খুশি হয়েছিলঃ

১১. বর্তমান মামলায়, আমার মতে আবেদনটি নিজেই অকালপ্রয়োজন।

১২. আবেদনকারী ECIR বাতিল করার দাবি করছেন এবং W.P.(Crl) ১০৯/২০১৩-এ "কিরীট শ্রীমাঙ্কর বনাম U.O.I" মামলায় সুপ্রিম কোর্টের মতে, তদন্ত/তদন্তের পর্যায়ে সমন জারির কারণে একটি রিট প্রতিকার অত্যন্ত অকালপ্রয়োজন।

****

১৪. সমনের পর্যায়ে এই মাননীয় আদালতের হস্তক্ষেপের জন্য আবেদনকারীর কোনও মৌলিক অধিকার বা এমনকি আইনি অধিকার লঙ্ঘন করা হয়নি। "বীরভদ্র সিং এবং অ্যানার বনাম এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট অফ এনফোর্সমেন্ট অ্যান্ড অ্যানার" 2017 SCC অনলাইন ডেল 8930 এর উপর নির্ভর করা হচ্ছে...

******

১৬. অতএব, ই. সি. আই. আর-এর বাতিলকরণের প্রার্থনা অপরিণত এবং এতদ্বারা প্রত্যাখ্যাত। "

এটি আরও জমা দেওয়া হয়েছিল যে সমন পর্যায়ে, একটি আবেদন আগাম জামিনের জন্যও রক্ষণাবেক্ষণযোগ্য নয় এবং সেই প্রভাবের জন্য ২০১৯-এর এসএলপি (সিআরএল) ৪২১২-এ শিরোনামে সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষণ গুজরাট রাজ্য বনাম চুড়ামণি পরেশ্বরন আয়ার উল্লেখ করা হয়েছিল যা নিম্নরূপঃ

> ১৬. সুতরাং, আইনের অবস্থান হল যে যদি কোনও ব্যক্তিকে তার বক্তব্য রেকর্ড করার জন্য CGST আইন, 2017 এর ধারা 69 এর অধীনে তলব করা হয়, তাহলে ফৌজদারি কার্যবিধি, 1908 এর ধারা 438 এর বিধানগুলি প্রয়োগ করা যাবে না। আমরা বলছি যেহেতু CGST আইন, 2017 এর ধারা 69(1) এর অধীনে 7 গ্রেপ্তারের ক্ষমতা প্রয়োগের আগে কোনও প্রাথমিক তথ্য প্রতিবেদন নথিভুক্ত করা হয় না এবং এই পরিস্থিতিতে, তলব করা ব্যক্তি আগাম জামিনের জন্য ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা 438 ব্যবহার করতে পারবেন না। তলব করা ব্যক্তি প্রাক-বিচার গ্রেপ্তারের বিরুদ্ধে সুরক্ষা চাইতে পারেন এমন একমাত্র উপায় হল ভারতীয় সংবিধানের 226 অনুচ্ছেদের অধীনে হাইকোর্টের এখতিয়ার প্রয়োগ করা। নিঃসন্দেহে, বর্তমান মামলায় বিবাদীরা ঠিক এটিই করেছিলেন। হাইকোর্টে সংবিধানের ২২৬ অনুচ্ছেদের অধীনে দুটি ফৌজদারি আবেদন দাখিল করে বিবাদীরা যা চেয়েছিলেন তা হল, জিএসটি আইন, ২০১৭ এর ধারা ৬৯(১) দ্বারা প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে আপিলকারীকে তাদের গ্রেপ্তার না করার নির্দেশ। মূলত, এটি আগাম জামিনের জন্য প্রার্থনার মূল চাবিকাঠি। তবে, আমরা যেমনটি ব্যাখ্যা করেছি, সমনের পর্যায়ে, সমনপ্রাপ্ত ব্যক্তি ফৌজদারি কার্যবিধির ৪৩৮ ধারা প্রয়োগ করতে পারবেন না।"

উপরন্তু, এটি দাখিল করা হয়েছিল যে বর্তমান মামলায়ও মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট পর্যবেক্ষণ করেছেন যে তদন্ত প্রাথমিক পর্যায়ে থাকায় তা স্থগিত করা যাবে না।

বিজ্ঞ অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল যুক্তি দিয়েছিলেন যে তদন্তকারী সংস্থার তদন্ত/তদন্তের স্বাধীন ক্ষমতা রয়েছে যা কোনও আদালতের আদেশের উপর নির্ভরশীল নয়।

(১৯৮০) ১ এসসিসি ৫৫৪-এ রিপোর্ট করা বিহার রাজ্য বনাম জে.এ.সি. সালদানহার উপরও নির্ভর করা হয়েছিল যেখানে এটি নিম্নরূপ আদেশ হয়েছিল:-

"১৯. ১৫৬(৩) ধারার অধীনে ম্যাজিস্ট্রেটের আরও তদন্ত পরিচালনার ক্ষমতা স্পষ্টতই একটি স্বাধীন ক্ষমতা এবং পূর্বে উল্লিখিত রাজ্য সরকারের ক্ষমতার সাথে সাংঘর্ষিক নয়। ১৫৬(৩) ধারার অধীনে ম্যাজিস্ট্রেটকে প্রদত্ত ক্ষমতা তদন্তকারী কর্মকর্তার প্রতিবেদন জমা দেওয়ার পরেও ম্যাজিস্ট্রেট ব্যবহার করতে পারেন, যার অর্থ ম্যাজিস্ট্রেট তদন্তকারী কর্মকর্তার সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করার এবং আরও তদন্ত পরিচালনা করার অনুমতি পাবেন না। এই বিধানটি ১৭৩(৮) ধারায় প্রদত্ত প্রতিবেদন জমা দেওয়ার পরেও তদন্তকারী কর্মকর্তার মামলার আরও তদন্ত করার ক্ষমতাকে কোনওভাবেই প্রভাবিত করে না। অতএব, হাইকোর্ট এই সিদ্ধান্তে ভুল করেছে যে আইনের ৩ ধারার অধীনে তত্ত্বাবধানের ক্ষমতা প্রয়োগ করে রাজ্য সরকারের মামলার আরও তদন্ত পরিচালনা করার ক্ষমতার অভাব রয়েছে। এই সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর সময় আমরা ১৫৬(২) ধারার এই বিধানটি বিবেচনায় রাখিনি যে, কোনও থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার তদন্ত, যার অর্থ এই কর্মকর্তার চেয়ে উচ্চ পদমর্যাদার পুলিশ কর্মকর্তা, এই ভিত্তিতে প্রশ্ন তোলা যাবে না যে, তদন্তকারী কর্মকর্তার তদন্ত পরিচালনার কোনও এখতিয়ার নেই; অন্যথায়, এই বিধানটি বিবাদী ১-এর পক্ষে উত্থাপিত বিরোধের একটি সংক্ষিপ্ত উত্তর হত।

*****

২৭. টিসকো প্রতি বছর রেলকে কতটা মালবাহী অর্থ প্রদান করছে এবং বিতর্কিত তথ্যের পরিপ্রেক্ষিতে প্রদেয় হতে পারে এমন পরিমাণও প্রথম তথ্য প্রতিবেদন দাখিলের কিছু সময় আগে প্রদান করা হয়েছিল। আমরা বিরোধের সাথে জড়িত কোনও তথ্যের উপর একটি অন্তর্নিহিত পর্যবেক্ষণ করা থেকে বিরত থাকব। মামলাটি এমন পর্যায়ে নেই যেখানে আদালতকে কোনও অপরাধ প্রকাশ না করে কার্যধারা বাতিল করার জন্য বলা হয়, তবে মামলাটি এমন একটি পর্যায়ে রয়েছে যেখানে অপরাধের আরও তদন্তকে অসাধারণ এখতিয়ার অনুশীলনে হস্তক্ষেপের মাধ্যমে ব্যর্থ করার চেষ্টা করহয়।খাজা নাজির আহমেদ মামলায় [এ. আই. আর ১৯৪৪ পি. সি ১৮:১৯৪৪ এল. আর ৭১ আই. এ ২০৩,২১৩] বহু আগে থেকে পরিচালিত সতর্কতার পুনরাবৃত্তি করা ছাড়াও, তদন্তের দায়িত্বে থাকা ব্যক্তিদের দ্বারা ক্ষমতার চরম অপব্যবহারের একটি অসাধারণ মামলা তৈরি না করা হলে, যেমন 'এস. এম. শর্মা বনাম বিপিন কুমার তিওয়ারি [(১৯৭০) ১ এস. সি. সি ৬৫৩,৬৫৭:১৯৭০ এস. সি. সি (সি. আর.) ২৫৮: (১৯৭০) ৩ এস. সি. আর ৯৪৬] তদন্তের পর্যায়ে হস্তক্ষেপ করতে আদালতের বেশ অনিচ্ছুক হওয়া উচিত, কার্যকলাপের একটি ক্ষেত্র পুলিশ এবং নির্বাহীর জন্য সংরক্ষিত.... "

আবেদনকারী প্রাথমিক নিয়োগ কেলেঙ্কারিতে একবারও তদন্তকারী কর্মকর্তার সামনে হাজির হননি এবং আদালতে বিভিন্ন আবেদন দাখিল করে যেকোনো মূল্যে তদন্ত এড়াতে চেয়েছেন। আবেদনকারীকে সর্বশেষ ০৮.০৬.২০২৩ তারিখে নথিপত্র সহ ১৩.০৬.২০২৩ তারিখে হাজির হওয়ার জন্য তলব করা হয়েছিল। তবে আবেদনকারী পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রচারণায় ব্যস্ত থাকার কারণে উক্ত তারিখে উপস্থিত না হওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। বলা হয় যে আবেদনকারী পুনর্বিবেচনার আবেদনে দাবি করা সম্পূর্ণ নথিপত্রও জমা দেননি।

২৬.০৬.২০২৩ তারিখে কলকাতায় এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের অফিসে জমা দেওয়া নথিপত্র অসম্পূর্ণ ছিল। আবেদনকারীর মামলা থেকেই বোঝা যায় যে তিনি তদন্তকারী সংস্থার সাথে সহযোগিতা করছেন না এবং পঞ্চায়েত নির্বাচন এবং রাজনৈতিক সমাবেশের আড়ালে সমন অমান্য করে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চলে গেছেন। আবেদনকারীর মামলাটি (১৯৯৮) ১ এসসিসি ৫২-তে প্রকাশিত দুঃখীশ্যাম বেনুপানি, এডি, ইডি (ফেরা) বনাম অরুণ কুমার বাজোরিয়ার মামলায় মাননীয় সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পরিপন্থী, যার উপর নির্ভর করে প্রাসঙ্গিক অনুচ্ছেদ নং ৭, নিম্নরূপ:

> ৭. এটি বরং অস্বাভাবিক বলে মনে হয় যে, যখন কোনও অধস্তন আদালত কর্তৃক প্রদত্ত আদেশকে চ্যালেঞ্জ করে ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষ হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়, তখন হাইকোর্ট ক্ষুব্ধ পক্ষের জন্য পরিস্থিতি আরও খারাপ করে দেয়। ডিরেক্টরেটের আধিকারিকদের এখন দ্বৈত বেঞ্চ দ্বারা উত্তরদাতাকে গ্রেপ্তার করার জন্য নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে এবং ডিভিশন বেঞ্চ দ্বারা জিজ্ঞাসাবাদ চালানোর সময় ও স্থানও নির্ধারণ করা হয়েছে। কোনও আইনের অধীনে তদন্ত বা তদন্তের উপর এই ধরনের তদারকির প্রয়োজন নেই। আমাদের কোনও সন্দেহ নেই যে এই ধরনের হস্তক্ষেপ এখন বিচারাধীন গুরুতর অভিযোগের তদন্ত বা তদন্তের সমপ্রক্রিয়ায় বাধা সৃষ্টি করবে ডিভিশন বেঞ্চ কোন উদ্দেশ্যে সংবিধিবদ্ধ কর্তৃপক্ষের কাজে হস্তক্ষেপ করেছে, যা তারা আইনের অধীনে প্রয়োগ করতে বাধ্য, তা চ্যালেঞ্জের অধীনে থাকা আদেশ থেকে স্পষ্ট নয়। যতক্ষণ না এই ধরনের তদন্ত আইনের কোনও বিধান লঙ্ঘন করে না, ততক্ষণ তদন্ত প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করা আদালতের কাজ নয়। এই ধরনের অপরাধে জড়িত ব্যক্তিদের কাছে এই ধরনের প্রশ্ন করার স্থান, সময় এবং প্রশ্ন এবং পদ্ধতি নির্ধারণ করা অবশ্যই তদন্তকারী সংস্থার উপর ছেড়ে দিতে হবে। একটি সম্পূর্ণ আদেশ যা একটি গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তি তার জিজ্ঞাসাবাদকে নিছক একটি অনুষ্ঠান করে তুলবে,

(রাজ্য প্রতিনিধি দ্বারা সি. বি. আই বনাম অনিল শর্মা [(১৯৯৭) ৭ এস. সি. সি ১৮৭:১৯৯৭ এস. সি. সি (সি. আর. আই) ১০৩৯: জে. টি (১৯৯৭) ৭ এস. সি ৬৫১])।

আরও বলা হয়েছে যে, মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট কোনও জোরপূর্বক পদক্ষেপ না নেওয়ার রীতি বাতিল করেছে। সেই লক্ষ্যে ভারত ইউনিয়ন বনাম স্বপ্না জৈন এবং অন্যান্য, ২০১৯ সালের এসএলপি (ফৌজদারি) ৪৩২২-৪৩২৪; ভারত ইউনিয়ন বনাম পদ্ম নারায়ণ আগরওয়াল, (২০০৮) ১৩ এসসিসি ৩০৫; তেলেঙ্গানা রাজ্য বনাম হাবিব আবদুল্লাহ জিলানি, (২০১৭) ২ এসসিসি ৭৭৯; হেমা মিশ্র বনাম ইউপি রাজ্য, (২০১৪) ৪ এসসিসি ৪৫৩; নীহারিকা ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রাইভেট লিমিটেড বনাম মহারাষ্ট্র রাজ্য, ২০২১ এসসিসি অনলাইন এসসি ৩১৫; ৫.১২.২০২২ তারিখের আদেশটি মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক ২০২২ সালের এসএলপি (ফৌজদারি) ৯০৯২ শিরোনামে প্রদত্ত হয়েছিল, যার শিরোনাম ছিল বিজয়কুমার গোপীচাঁদ রামচন্দনী বনাম অমর সাধুরাম মুলচন্দনী এবং অন্যান্য; গুজরাট রাজ্য ইত্যাদি বনাম চুদামণি পরমেশ্বরম আইয়ার এবং অন্যান্য ইত্যাদি এসএলপি (ফৌজদারি) ৪২১২-৪২১৩/২০২৩।

বিজ্ঞ অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল উপরোক্ত রায় এবং বিষয়গুলির ভিত্তিতে জোর দিয়ে বলেন যে আবেদনকারী গ্রেপ্তারের আশঙ্কায় কোনও জবরদস্তিমূলক ব্যবস্থা না নেওয়ার আদেশ পাওয়ার চেষ্টা করছেন। তবে, আবেদনে নির্ধারিত কারণগুলির অভাব রয়েছে এই আদালতের কোনও হস্তক্ষেপের জন্য যোগ্য।

ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষগুলির পক্ষে উপস্থিত প্রবীণ আইনজীবী শ্রী বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য বলেন যে, শিক্ষক নিয়োগের সঙ্গে সম্পর্কিত একটি নিয়োগ কেলেঙ্কারি হয়েছে। ভারতের সংবিধানের ২২৬ অনুচ্ছেদের অধীনে তার ক্ষমতা প্রয়োগ করে একটি সমন্বিত বেঞ্চ কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু হয়েছে। বর্তমানে উক্ত তদন্তটি একটি আদালত তদন্ত পর্যবেক্ষণ করেছে যেখানে বিশেষ তদন্তকারী দল ছিল

অযোগ্য প্রার্থীদের নিয়োগের পদ্ধতি ও পদ্ধতি খুঁজে বের করার জন্য গঠন করা হয়েছে এবং সফল/যোগ্য প্রার্থীদের তাদের ন্যায্য দাবি অস্বীকার করা হয়েছে। এটিও এই আদালতের নজরে আনা হয়েছে যে কর্তৃপক্ষ শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে গভীরভাবে সংযুক্ত রয়েছে যার মধ্যে ক্যাবিনেট মন্ত্রী, প্রাথমিক শিক্ষা বোর্ডের সভাপতি, শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবীণ আধিকারিকরা এবং রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরাও এই কেলেঙ্কারিতে জড়িত থাকার জন্য গ্রেপ্তার এবং আটক করা হয়েছে। তদন্তকারী কর্তৃপক্ষ সত্য উদ্ঘাটনের জন্য কাজ করছে। উপরন্তু এটি জমা দেওয়া হয়েছে যে ২০১৯ সালের ডব্লিউপিএ ৯৯৭৯-এর সাথে ২০২২ সালের ডব্লিউপিএ ৯৯৭৯-এ জমা দেওয়া প্রতিবেদনের উপর আদেশ দেওয়া হচ্ছেতদন্ত এখনও চলছে এবং এমন একটি ক্ষেত্রে যেখানে সি . আর . পি . সি .-এর ধারা ৪৮২-এর অধীনে বিধানগুলি আহ্বান করা হয়েছে, ন্যায়বিচারের উদ্দেশ্যে হস্তক্ষেপ করতে পারে তৈরি করা হবে না।

বিজ্ঞ অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেলের উত্থাপিত যুক্তি এবং তাঁর উপর নির্ভরশীল সিদ্ধান্তগুলিকে খণ্ডন করে, আবেদনকারীর পক্ষে বিজ্ঞ সিনিয়র অ্যাডভোকেট ডঃ সিংভি দাখিল করেন যে কিরীট শ্রীমাঙ্কর বনাম ভারত ইউনিয়ন এবং অন্যান্য মামলার রায় তথ্য এবং আইন উভয় দিক থেকেই পৃথক, কারণ বর্তমান আবেদনটি ফৌজদারি কার্যবিধির ৪৮২ ধারার অধীনে এবং ভারতীয় সংবিধানের ৩২ ধারার অধীনে নয় এবং তাৎক্ষণিক ক্ষেত্রে বাতিলকরণের জন্য দূষিত উদ্যোগ এবং ধারাবাহিকতার জন্য আবেদন করা হয়েছে যা বর্তমান আবেদনকারীর ক্ষেত্রে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট কর্তৃক পরিচালিত রোভিং তদন্তের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়।

সুপ্রিম কোর্টের রায়ের উপর নির্ভরশীলতার বিষয়ে কলকাতা শুল্ক কমিশনার এবং অন্যান্যরা (উপরে) আবেদনকারীর পক্ষ থেকে জমা দেওয়া হয়েছিল যে মামলাটি একটি বিভাগীয় তদন্তের সাথে সম্পর্কিত এবং এই ক্ষেত্রে আবেদনকারী কোনও তদন্তকে নয় বরং একটি তদন্তকে চ্যালেঞ্জ করেছেন।বীরভদ্র সিং (উপরে)-এর মামলায় এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট যে অনুচ্ছেদের উপর নির্ভর করেছিল, তা আলাদা করে আবেদনকারীর পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল যে, বিরোধী পক্ষ সুবিধাজনকভাবে কেবল ১৪৩ অনুচ্ছেদের উপর নির্ভর করেছে, ১৪৫ অনুচ্ছেদের উপর নয়, যেখানে বিশেষভাবে বলা হয়েছে যে, সুপ্রিম কোর্টের সামনে মামলাটি রাজনৈতিক প্রতিহিংসার সঙ্গে সম্পর্কিত নয়, যা মামলার বাস্তব পরিস্থিতি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা, যেখানে আবেদনকারী আবেদন করেছেন বিদ্বেষ ও রাজনৈতিক প্রতিহিংসার বিরুদ্ধে মামলা শুরু করা।

আবেদনকারীর পক্ষ থেকে আরও জমা দেওয়া হয়েছিল যে, ফৌজদারি কার্যবিধির ৪৮২ ধারার অধীনে বর্তমান আবেদনটি সুপ্রিম কোর্ট তার তারিখের ১০.০৭.২০২৩-এর আদেশের মাধ্যমে স্বাধীনতা মঞ্জুর করার পরে দায়ের করা হয়েছে এবং এইভাবে, রাঘব বহলে (উপরে) আবেদনটি অকাল হওয়ার বিষয়ে যে বিষয়টি আলোচিত হয়েছে তা বর্তমান মামলার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। বিজয় মদনলাল চৌধুরী এবং অন্যান্যদের ক্ষেত্রে ৪৩৫ অনুচ্ছেদে পুলিশ আধিকারিক এবং এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের কর্মকর্তাদের মধ্যে স্পষ্টভাবে সীমানা নির্ধারণ করা হয়েছে এবং তাই, বিহার রাজ্য এবং আরেকজন জে. এ. সি. সালধানা এবং অন্যান্যরা (উপরে), যা তদন্তের জন্য পুলিশের ক্ষমতাকে সীমাবদ্ধ করে, বর্তমান মামলার তথ্য ও পরিস্থিতিতে প্রযোজ্য নয়।দুখিশ্যাম সুপ্রিম কোর্টের রায় বেনুপানি, সহকারী পরিচালক, এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট বনাম অরুণ কুমার বাজোরিয়া

এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের উপর নির্ভর করে আবেদনকারী এই তথ্যের ভিত্তিতে পৃথক করেছিলেন যে, এই মামলাটি আগাম জামিনের সাথে সম্পর্কিত এবং বর্তমান আবেদনটি ফৌজদারি কার্যবিধির ৪৮২ ধারার অধীনে বিবেচনা করা হচ্ছে। এটিও জমা দেওয়া হয়েছিল যে, ১৯৭৩ সালের এফইআরএ এবং ২০০২ সালের পি.এম.এল.এ-এর মধ্যে পার্থক্য থাকায়, অনুপাতটি নির্ধারণ করা হয়েছে এটি বর্তমান মামলার তথ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

রাজা সম্মাট বনাম খাজা নাজির আহমেদ (উপরে) মামলার ৮৬ নম্বর অনুচ্ছেদের উল্লেখ করেও বলা হয়েছে যে বিজয় মদনলাল চৌধুরী ও তার স্ত্রীর ক্ষেত্রে পুলিশ কর্মকর্তা এবং এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের কর্মকর্তাদের মধ্যে সীমানা বাঁকা করা হয়েছে এবং বর্তমান মামলায় এটি প্রযোজ্য করা যাবে না।

আবেদনকারীর পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী পি. চিদাম্বরম বনাম এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (উপরে) এবং হেমা মিশ্র (উপরে)-এর রায়গুলিকেও আলাদা করেছেন যা ফৌজদারি কার্যবিধির ৪৩৮ ধারার সাথে সম্পর্কিত এবং জমা দিয়েছেন যে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট দ্বারা এইভাবে নির্ভর করা প্রতিটি মামলা বিভিন্ন তথ্য ও পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে এবং আবেদনকারী তার নিজস্ব একটি মামলা তৈরি করেছে যার একটি বিশেষ অপরাধের উপর উৎপত্তি নেই। সমন জারি করার দাবি প্রমাণ করার জন্য এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট দ্বারা এইভাবে নির্ভর করা রায়টি আইনের নিষ্পত্তি করা প্রস্তাবগুলির বিরুদ্ধে এবং এটিকে উপেক্ষা করা উচিত আবেদনকারী এখানে যে তথ্যগুলি তুলে ধরেছেন ।

যুক্তি উপস্থাপন শেষ করার পর প্রাথমিকভাবে জানতে পারলাম যে ASG তার যুক্তিতে বিদ্বেষ সম্পর্কিত বিষয়গুলি যুক্ত করতে চেয়েছিলেন। যুক্তি দেওয়া হয়েছিল যে

ইডি এর দখলে থাকা উপাদানগুলি তদন্তের অধিকারী এবং অপ্রীতিকর ভিত্তিতে কার্যধারা বাতিল করা যায় না, এই দিকটির উপর নির্ভরশীলতা বিহার রাজ্য বনাম পি. পি. শর্মা ১৯৯২ সালে রিপোর্ট করেছিলেন (১) ২২২ যা নিম্নরূপঃ

> ২৩. অভিযোগ দায়েরের পর তথ্যদাতার অবস্থান অদ্ভুত হওয়ায়, অভিযুক্তরা তাকে অবজ্ঞার চোখে দেখবে। অতএব, এফআইআর দায়েরের পর তথ্যের ভিত্তিতে তথ্যদাতার বিরুদ্ধে অসৎ উদ্দেশ্যে করা অভিযোগের কোনও গুরুত্ব নেই এবং তা কার্যধারা বাতিলের ভিত্তি হতে পারে না। তদন্তকারী কর্মকর্তার ক্ষেত্রে, ফৌজদারি কার্যবিধির অধীনে তার ব্যাপক ক্ষমতা রয়েছে। অভিযোগ তদন্তের একমাত্র উদ্দেশ্য নিয়ে তাকে তার দায়িত্ব পালন করতে হবে এবং তদন্তের সময় তাকে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে বা পক্ষে প্রাসঙ্গিক উপাদান বিবেচনা করতে হবে। তদন্তকারী কর্মকর্তা, সত্যবাদী আচরণ করার সময়, কিছু নথি অপ্রাসঙ্গিক বলে বাতিল করে দেওয়ার কারণে, এটি ধরে নেওয়ার কোনও ভিত্তি নেই যে তিনি অসৎ উদ্দেশ্যে কাজ করেছেন। তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক দাখিল করা পুলিশ প্রতিবেদনটি আমলে নেওয়ার পর্যায়ে ম্যাজিস্ট্রেটের বিচারিক যাচাই-বাছাইয়ের মধ্য দিয়ে যেতে হবে। যদিও অভিযুক্ত ব্যক্তির সেই পর্যায়ে শুনানির কোনও অধিকার নেই, তবে যদি অভিযুক্ত ব্যক্তির তদন্তকারী কর্মকর্তার বিরুদ্ধে বা তদন্ত পদ্ধতির বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ থাকে, তবে তিনি ম্যাজিস্ট্রেটের নজরে তার অভিযোগ আনতে পারেন যা ম্যাজিস্ট্রেট দ্বারা খতিয়ে দেখা যেতে পারে। যখন ১৭৩ ধারার অধীনে পুলিশ রিপোর্ট বিচারিক তদন্তের মধ্য দিয়ে যেতে হয়, তখন হাইকোর্টের পক্ষে এই কারণে দোষ খুঁজে বের করার সুযোগ নেই যে তদন্তকারী কর্মকর্তা কিছু নথি বিবেচনা করেননি। তাই, আমরা হাইকোর্টের সাথে একমত নই যে তথ্যদাতা এবং তদন্তকারী কর্মকর্তার পক্ষ থেকে অসদাচরণের কারণে এফআইআর এবং তদন্তকে বিকৃত করা হয়েছে। তবে, আমরা সেই বাস্তবিক ম্যাট্রিক্স লক্ষ্য করতে পারি যার ভিত্তিতে হাইকোর্ট তথ্যদাতা এবং তদন্তকারী কর্মকর্তার বিরুদ্ধে অসদাচরণের সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে..."

অতিরিক্তভাবে মহারাষ্ট্র রাজ্য বনাম ঈশ্বর পিরাজি কল্পত্রী ও অন্যান্যরা (১৯৯৬) ১ এস. সি. সি ৫৪২-এ উপর নির্ভরতা রাখা হয়েছিল রিপোর্ট করেছেন যা হল নিম্নরূপঃ

২২. প্রকৃতপক্ষে, বর্তমানের মতো একটি মামলায় দুর্বোধ্যতার প্রশ্নটি মোটেও প্রাসঙ্গিক নয়। যদি অভিযোগটি সংশোধন করা হয় এবং একটি অপরাধ সংঘটিত হয় যা কোনও আদালতে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে, তবে অভিযোগকারী এমন একজন ব্যক্তি ছিলেন যিনি শত্রুভাবাপন্ন ছিলেন বা তিনি দুর্বোধ্যতার জন্য দোষী ছিলেন। যদি অপরাধ বা অসদাচরণের প্রমাণ দেয় এমন উপাদানগুলি বিদ্যমান থাকে তবে অভিযোগকারী কেবল অভিযোগকারীর শত্রুতা বা অভিযুক্তের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করার কারণে ব্যর্থ হতে পারে না। অভিযোগের সঠিকতা বিচার করার সময় বা প্রমাণ পরীক্ষা করার সময় দুর্বোধ্যতার অভিযোগ প্রাসঙ্গিক হতে পারে কিন্তু অভিযোগকারী যে দুর্বোধ্যতার জন্য দোষী, তা অভিযোগ বাতিল করার কোনও ভিত্তি হবে না। তাত্ক্ষণিক মামলায়, নির্দিষ্ট তথ্যের প্রমাণ করা হয়েছে যার মাধ্যমে অভিযোগ করা হয়েছিল যে উত্তরদাতার অসামঞ্জস্যপূর্ণভাবে বড় সম্পদ ছিল। আবেদনকারীর উদ্দেশ্য ছিল যে তাকে শাস্তি দেওয়ার লক্ষ্যে উত্তরদাতার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা, উপযুক্ত এখতিয়ারের আদালতকে তার সামনে যে প্রমাণ উপস্থাপন করা যেতে পারে তা পরীক্ষা করা থেকে বিরত করার কারণ হতে পারে না, কোনও অপরাধ সংঘটিত হয়েছে কি না এই সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর জন্য। পি. পি. শর্মা মামলায়ও দুর্বোধ্যতার অভিযোগ আনা হয়েছিল। তথ্যদাতার বিরুদ্ধে মামলা [১৯৯২ সাপোর্ট (১) এস. সি. সি. ২২২:১৯৯২ এস. সি. সি. (সি. আর. আই) ১৯২]।এই আদালত বলেছিল যে, যখন থানায় কোনও তথ্য দায়ের করা হয় এবং কোনও অপরাধ নথিভুক্ত করা হয়, তখন তথ্যদাতার কুসংস্কার গৌণ গুরুত্ব বহন করে। তদন্তের সময় সংগৃহীত তথ্য এবং আদালতে উপস্থাপন করা প্রমাণই অভিযুক্ত ব্যক্তির ভাগ্য নির্ধারণ করে। তথ্যদাতার বিরুদ্ধে কুৎসা রটনার অভিযোগের কোনও গুরুত্ব নেই এবং এটি নিজেই মামলা বাতিলের ভিত্তি হতে পারে না।"

ই.ডি.-এর পক্ষ থেকে জোর দিয়ে বলা হয়েছে যে, মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট বারবার উপরোক্ত দৃষ্টিভঙ্গি পুনর্ব্যক্ত করেছে, এবং মাননীয় সুপ্রিম কোর্টের রায়েও হরিয়ানা রাজ্য বনাম ভজন লাল, ১৯৯২ (১) এসসিসি ৩৩৫ মামলায় অসৎ বিশ্বাসের ভিত্তিতে বাতিলকরণ সম্পর্কিত রায়ে উল্লেখ করা হয়েছে। মনিকা কুমার (ড.) বনাম ইউপি রাজ্য, (২০০৮) ৮ এসসিসি ৭৮১; সিবিআই বনাম রবি শঙ্কর শ্রীবাস্তব, (২০০৬) ৭ এসসিসি ১৮৮; মামলার সিদ্ধান্তের প্রতি আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এই বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে। এ.পি. রাজ্য বনাম ইউ. গোলকুন্ডা লিঙ্গ স্বামীর, (২০০৪) ৬ এসসিসি ৫২২ এবং প্রকাশ সিং বাদল বনাম পাঞ্জাব রাজ্য, (২০০৭) ১ এসসিসি ১ যেখানে মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট ভজন লাল (উপরে) মামলার পর্যবেক্ষণগুলি লক্ষ্য করে অসৎ বিশ্বাসের ভিত্তিতে মামলাটি বাতিল করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে।

ই. ডি-র পক্ষ থেকে উত্থাপিত বিতর্কগুলি খণ্ডন করার জন্য ডঃ সিংভি নিম্নলিখিত বাস্তব পরিস্থিতির উপর নির্ভর করেছিলেন যা তাঁর যুক্তির লিখিত নোটে ট্যাবুলার আকারে রাখা হয়েছিল। একইভাবে হিসাবে সেট করা হয়েছে
নিম্নরূপঃ

ক্রমিক নং	তারিখ	বর্তমান তদন্তে বিদ্বেষের ঘটনা
১	১ মার্চ, ২০২৩	কথিত শিক্ষক নিয়োগ কেলেঙ্কারির অন্যতম অভিযুক্ত কুন্তল ঘোষ, বিশেষ আদালত, সিবিআই, আলিপুর এবং হেস্টিংস পুলিশে অভিযোগ দায়ের করেছিলেন।স্টেশন, বিপরীত দ্বারা হেফাজতে নির্যাতনের অভিযোগদলটির পাশাপাশি সিবিআই এখানে -এ আবেদনকারীর নাম উল্লেখ করবে অভিযুক্ত শিক্ষকের অবৈধ কার্যকলাপের সাথে সংযোগ

২	এপ্রিল, ২০২৩	উদাহরন ২: বিরোধী পক্ষ তদন্তের সীমিত পরিসরের বাইরে চলে গেছে, যা এই আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী ১৩.০৪.২০২৩ তারিখের আদেশের মাধ্যমে করা হয়েছে, কারণ এটি উপরোক্ত আদেশ অনুসারে একটি তদন্ত শুরু করেছে যা আবেদনকারীর দেওয়া বক্তৃতা এবং কুন্তল ঘোষের অভিযোগের মধ্যে কোনও যোগসূত্রের সাথে সংযুক্ত নয়।
৩	২২.০৮.২০২৩	উদাহরন নং. ৩ বিরোধী পক্ষ লিপস অ্যান্ড বাউন্ডস প্রাইভেট লিমিটেডের অফিসে তল্লাশি চালিয়েছিল, যেখানে আবেদনকারী পরিচালকদের মধ্যে একজন। ইডি বিদ্বেষপূর্ণভাবে ২২.০৮.২০২৩ তারিখের পঞ্চনামায় রেকর্ড করেছে যে, অনুসন্ধান এবং বাজেয়াপ্ত অভিযান ২২.০৮.২০২৩-এ ০০:১৫ ঘন্টা শেষ হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে, অভিযানটি ২২.০৮.২০২৩-এ ০৫:৫৫ ঘন্টা এ শেষ হয়, যা দেখায় যে বিরোধী পক্ষ অবৈধভাবে অতিরিক্ত ছয় ঘন্টারও বেশি সময় ধরে অননুমোদিতভাবে উক্ত অফিসে শিবির স্থাপন করেছিল। লিপস অ্যান্ড বাউন্ডস প্রাইভেট লিমিটেডের কর্মচারীদের ভুলভাবে অফিস ছেড়ে এবং উক্ত ছয় ঘন্টার জন্য বাড়ি যেতে বাধা দেওয়া হয়েছিল।
৪	২২.০৮.২০২৩	উদাহরন নম্বর ৪ i. বিরোধী দলের অভিযানকারী আধিকারিকরা ইচ্ছাকৃত ভাবে বিদেশী ফাইল ডাউনলোড করে এবং গোপনে লিপস অ্যান্ড বাউন্ডস প্রাইভেট লিমিটেডের একটি কম্পিউটারের ডেটা পরিবর্তন করে। ii. বিরোধী পক্ষ এই আদালতের সামনে একটি অঙ্গীকার প্রদান করে এই ধরনের বেআইনি কাজকে রক্ষা করতে চায় যে সংশ্লিষ্ট ইলেকট্রনিক ডিভাইস যা

		বিদেশী ফাইল ডাউনলোড করা হয়েছে জব্দ করা হয়নি এবং তারা কোনো প্রক্রিয়ায় প্রমাণ হিসাবে ব্যবহার করবে না যে. iii. বিরোধী পক্ষের দেওয়া অঙ্গীকার সত্ত্বেও, ইডি অফিসারদের উপরোক্ত বেআইনি পদক্ষেপ
৫	২২.০৮.২০২৩	উদাহরণ নং ৫ i. অভিযানের সময় বিপরীত পক্ষের কর্মকর্তাদের দ্বারা অবৈধভাবে ডাউনলোড করা পূর্বোক্ত বিদেশী ফাইলগুলি একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পর্কিত বলে মনে হয়, যেখানে বিরোধী পক্ষ শিক্ষা বিভাগের সাথে সম্পর্কিত বলে কথিত একটি কেলেঙ্কারির সাথে সম্পর্কিত আবেদনকারীকে তদন্ত করছে। ii. একটি নির্দিষ্ট চত্বরে একই তদন্তকারী সংস্থা বা অন্য একটি দ্বারা একাধিকবার অভিযান চালানো অস্বাভাবিক নয়। iii. অতএব, ইলেকট্রনিক ডিভাইসে শিক্ষা সংক্রান্ত নথিগুলি রেখে যাওয়ার জন্য বিপরীত পক্ষের কর্মকর্তাদের কী প্ররোচিত করতে পারে সে সম্পর্কে কোনও স্পষ্টতা নেই। iv এটি পিটিশনারের পক্ষে বিশ্বাস করার জন্য যথেষ্ট আশংকা সৃষ্টি করে যে এই ধরনের ফাইল/ডেটা/ডকুমেন্টস/তথ্যগুলি উদ্দেশ্যমূলকভাবে অন্য রেইডিং পার্টির জন্য রেখে দেওয়া হয়েছিল যাতে এটি হোঁচট খেতে পারে এবং আবেদনকারীকে অযৌক্তিক হয় রানির কারণ হতে পারে।
৬	২৩.০৮.২০২৩	উদাহরণ নং ৬ i.২৩.০৮.২০২৩ একটি প্রেস রিলিজ প্রকাশ ও প্রচার করার ক্রিয়া থেকে বিরোধী দলের বিদ্বেষ স্পষ্ট হয়, যেখানে তারা বিদ্বেষপূর্ণভাবে বলেছে যে যে কোম্পানিতে আবেদনকারী সিইও হিসাবে কাজ করেন, সেই কোম্পানিটি কথিত কেলেঙ্কারিতে জড়িত যা কোটি কোটি টাকা ছাড়াই চলে। কোন তদন্ত, বিচার বা একটি উপযুক্ত আদালত কর্তৃক প্রদত্ত রায়। ii. এই ধরনের প্রকাশনা শুধুমাত্র মুলতুবি বিপন্ন করে না

		তদন্ত কিন্তু আইনের প্রতিষ্ঠিত অবস্থান। ii.উল্লিখিত প্রেস রিলিজটি বিশেষভাবে পিটিশনারের চরিত্রকে হত্যা করা এবং তার রাজনৈতিক কর্মকে অসম্মান করার উদ্দেশ্যে করা হয়েছে। iii. উল্লিখিত প্রেস রিলিজ মিডিয়া ট্রায়ালকেও উৎসাহিত করে এবং পিটিশনারের বিরুদ্ধে গণ হিস্টিরিয়া তৈরি করে। iv. তাই, এই ধরনের প্রেস রিলিজ শুধুমাত্র বিভ্রান্তিকর নয় এবং মুলতুবি তদন্তকে হতাশ করে, তবে এটি আবেদনকারীকে শয়তানি করতে এবং তার বিরুদ্ধে জনসাধারণের অনুভূতি অর্জন করতে চায়।
৭.	২৬.০৪.২০২৩	উদাহরণ নং ৭ i বিরোধী পক্ষের আচরণ আরও সন্দেহজনক কারণ তারা অভিযানের পর থেকে প্রায় 4 দিন ধরে ফাইলগুলির অবৈধ ডাউনলোডের বিষয়ে পিটিশনকারীকে অবহিত করেনি। ii. তবে, যখন লিপস অ্যান্ড বাউন্ডস প্রাইভেট লিমিটেডের একজন কর্মচারী। লিমিটেড কম্পিউটারে উল্লিখিত অবৈধ ডাউনলোডগুলি আবিষ্কার করে তা অবিলম্বে পুলিশের কাছে একটি ফৌজদারি অভিযোগ দায়ের করে। iii. তারপরে, বিরোধী দল 26.08.2023 তারিখে একটি ইমেল পাঠানোর জন্য উপযুক্ত বলে মনে করেছে এবং তার বেআইনি কাজগুলিকে ন্যায্যতা দিয়েছে এবং বলেছে যে: "সেই, যখন অনুসন্ধান অভিযানটি শেষ হতে চলেছে, অনুসন্ধান দলের একজন সদস্য শিবপুরের ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ইঞ্জিনিয়ারিং, সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি (আইইএসটি) এর ওয়েবসাইটে তার 18 বছর বয়সী মেয়ের হোস্টেলের আবাসনের অবস্থা পরীক্ষা করেছেন। হাওড়া অফিস প্রাঙ্গণে বসানো মেসার্স লিপস এবং বাউন্ডস প্রাইভেট লিমিটেডের কর্মীদের উপস্থিতিতে উক্ত অফিসের কম্পিউটার জব্দ করা হয়নি দ্বারা বিরোধি পক্ষ। এর পরেও কন আভিযোগ ছিল না ।

		তদুপরি, বিপরীত পক্ষ জানিয়েছে যে তাদের দলের একজন সদস্য তার মেয়ের জন্য হোস্টেলের আবাসনের অবস্থা পরীক্ষা করছিলেন। তবে মজার ব্যাপার হলো, বিপরীত পক্ষের কর্মকর্তা পুরুষদের হোস্টেলের জন্য হোস্টেল বরাদ্দের তালিকা ব্রাউজ করছিলেন বলে জানা গেছে। যেমন, এটা অযৌক্তিক যে একজন অফিসার তার মেয়ের জন্য পুরুষদের হোস্টেল খুঁজছেন এবং এর কোনো মানে হয় না।
৮.	২৬.০৮.২০২৩	উদাহরণ নং ৮ i বিরোধী দল তার ২৬.০৮.২০২৩ তারিখের চিঠিতে ইচ্ছাকৃতভাবে দমন করেছে এবং/অথবা ২৬.০৮.২০২৩ তারিখের চিঠিতে উল্লেখ করতে ব্যর্থ হয়েছে যে লিপস অ্যান্ড বাউন্ডস প্রাইভেট লিমিটেডের মিসেস সুস্মিতা চক্রবর্তী। লিমিটেড, ২১.০৮.২০২৩ তারিখে প্রায় ১০.১৫ টায় চলে গেছে। ii. বিপরীতে, উল্লিখিত চিঠির অনুচ্ছেদ ৩-এ, বিপরীত পক্ষ দাবি করেছে যে "যখন অনুসন্ধান অভিযান শেষ হতে চলেছে, তখন দলের একজন সদস্য হোস্টেলের বাসস্থানের অবস্থা পরীক্ষা করেছেন। অফিসের কম্পিউটারে, অফিস প্রাঙ্গনে ইনস্টল করা হয়েছে। কোম্পানির কর্মীদের উপস্থিতিতে মিস লিপস এন্ড বাউন্ডস প্রাইভেট লিমিটেড।" ii. যাইহোক, এই ধরনের বিবৃতি ভুল, এবং একটি প্রধান তদন্তকারী সংস্থার এই সত্যটি গোপন করা উচিত নয় যে মিসেস সুস্মিতা চক্রবর্তী একজন অফিসার কম্পিউটার সিস্টেমের সাথে কারচুপি করার সিদ্ধান্ত নেওয়ার অনেক আগেই চলে গিয়েছিলেন।
৯.	নিল	উদাহরণ নং ৯ i ডিজিটাল এভিডেন্স ইনভেস্টিগেশন ম্যানুয়াল (এর পরে

		"ডি ই আই ম্যানুয়াল" হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) কেন্দ্রীয় প্রত্যক্ষ কর বোর্ড, রাজস্ব বিভাগ, অর্থ মন্ত্রকের দ্বারা প্রস্তুত করা হয়েছে ৮ অধ্যায়ে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যা ৮.২ অনুচ্ছেদে ৮৮ পৃষ্ঠায় "ডিজিটাল প্রমাণের নথিপত্র এবং জব্দ করার নির্দেশিকা" নিয়ে আলোচনা করেছে। যে: "কোনও ডিজিটাল প্রমাণ বাজেয়াপ্ত করার আগে, তাদের হ্যাশ মান অবশ্যই সাইবার চেক বা ডুপ্লিকেটর বা অন্য কিছুর মতো ফরেনসিক সরঞ্জাম ব্যবহার করে গণনা করতে হবে। এই সরঞ্জামগুলির দ্বারা একটি প্রতিবেদন তৈরি করা হবে যা পঞ্চনামার সাথে সংযুক্ত করা যেতে পারে" ii. ২২.০৮.২০২৩ তারিখের পাচামামা থেকে এটা স্পষ্ট যে, বিরোধী পক্ষ ইচ্ছাকৃতভাবে এবং বেআইনিভাবে DEI ম্যানুয়ালের বিপরীতে, বর্তমানে বিপরীত পক্ষের হেফাজতে থাকা জব্দ করা ইলেকট্রনিক ডিভাইস/হার্ড ডিস্ক ড্রাইভের হ্যাশ ভ্যালু গণনা না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। iii. তাই, বিরোধী পক্ষ ইচ্ছাকৃতভাবে হার্ডডিস্ক ড্রাইভে থাকা তারিখ পরিবর্তন এবং/অথবা ম্যালওয়্যার প্রবর্তন এবং/অথবা পরিবর্তন করার সুযোগ তৈরি করেছে।
১০.		উদাহরণ নং ১০ i. যদিও বিরোধী পক্ষ আবেদনকারীর বিরুদ্ধে কোনও উপাদান বা এমনকি কেস ডায়েরি দেখাতে ব্যর্থ হয়েছে, তবে তাত্ক্ষণিক ফৌজদারি পুনর্বিবেচনামূলক আবেদনটি এই মাননীয় আদালতে বিচারাধীন থাকা অবস্থায়, বিরোধী পক্ষ আবেদনকারীকে ১০.০৯.২০২৩ তারিখের অধীনে একটি নতুন সমন প্রদান করেছে পি এম এল এ এর ধারা ৫০ (২) এবং (৩) এর অধীনে। ii. উল্লিখিত সমন অনুসারে, আবেদনকারীকে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য ১৩.০৯.২০২৩ তারিখে বিপরীত পক্ষের সামনে উপস্থিত হতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। iii. উল্লেখ্য যে, আবেদনকারী শুধুমাত্র পুরো তদন্তকেই চ্যালেঞ্জ করেননি, বরং বিপরীত পক্ষের দ্বারা তাকে জারি করা আগের সমনকেও চ্যালেঞ্জ করেছেন।

		পি এম এল এ এর ধারা ৫০ (২) এবং (৩) এর অধীনে। iv তাৎক্ষণিক মামলাটি যখন তর্ক করা হচ্ছিল, তখন বিরোধী পক্ষের পক্ষ থেকে সুনির্দিষ্টভাবে বলা হয়েছে যে আবেদনকারী পূর্বে জারি করা সমনগুলিকে চ্যালেঞ্জ করতে পারবেন না কারণ সময় অতিবাহিত হওয়ার কারণে এগুলি কার্যকর হয়নি। v. যাইহোক, আদালতের কক্ষে আবেদনকারীর চ্যালেঞ্জকে বাইপাস করার চেষ্টা করার সময়, বিরোধী পক্ষের নতুন সমন জারি আইনে খারাপ। vi তবে, আদালত কক্ষে আবেদনকারীর চ্যালেঞ্জ এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করার সময়, বিরোধী পক্ষের নতুন সমন জারি করা আইনত খারাপ। যদিও এই মাননীয় আদালত এখনও আবেদনকারীর সম্পূর্ণ তদন্ত এবং পূর্ববর্তী সমনের বৈধতা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি, বিপরীত পক্ষ এই মাননীয় আদালতের মহিমাকে লঙঘন করার চেষ্টা করেছে।

এটিও দাখিল করা হয়েছিল যে অপরাধের ফলে অর্জিত অর্থের তদন্ত করার আইনগত অধিকার এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের রয়েছে, কিন্তু এই ক্ষেত্রে আদালতের বারবার জিজ্ঞাসাবাদ সত্ত্বেও, এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট বর্তমান আবেদনকারীর মতে প্রাথমিকভাবে প্রতিষ্ঠিত কোনও অর্থের পথ দেখানো/সম্পর্কিত কোনও উপকরণ উপস্থাপন করেনি।

আবেদনকারী এবং ই.ডি.-এর পক্ষ থেকে দাখিল করা দাখিল এবং পাল্টা দাখিল ছাড়াও অন্যান্য যে তথ্যগুলি বিবেচনা করা প্রয়োজন তা হল এই আদালতের সামনে কোন কোন উপকরণ উপস্থাপন করা হয়েছে যা থেকে এটি অনুমান করা উচিত যে ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৪৮২ ধারার অধীনে আবেদনটি হস্তক্ষেপ করার পক্ষে ন্যায়সঙ্গত কিনা বা এই জাতীয় কোনও প্রার্থনা কতটা বিবেচনা করা যেতে পারে।

ই.ডি. শুধুমাত্র চতুর্থ সম্পূরক অভিযোগের কথা উল্লেখ করেছেন যা বিশেষ আদালতে দাখিল করা হয়েছে এবং এই আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন পৃষ্ঠা ৪০-এর দিকে যা সহ-অভিযুক্ত সুজয় কৃষ্ণ ভদ্রের বক্তব্যের সাথে সম্পর্কিত। অভিযোগে উপস্থিত প্রাসঙ্গিক অনুচ্ছেদটি নীচে উদ্ধৃত করা হল:

"তিনি (সুজয় কৃষ্ণ ভদ্র) আরও দাবি করেছেন যে তিনি শিক্ষা বিভাগ বা পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা বোর্ডের সাথে যুক্ত ছিলেন না এবং কখনও কোনও রাজনৈতিক পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন না; প্রাথমিক শিক্ষক পদের প্রার্থীরা তাদের অভিযোগের প্রতিকারের জন্য সল্টলেকে পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা বোর্ডের অফিসে যেতেন, তবে তারা কাঙ্ক্ষিত ফলাফল পাচ্ছিলেন না। তাই, তারা চিঠির মাধ্যমে তাঁর বা দলীয় কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগ করেছিলেন; তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি শ্রী অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাথে তাঁর সম্পর্ক রয়েছে তাই তারা ভেবেছিলেন যে তিনি (সুজয় কৃষ্ণ ভদ্র) সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে তাদের বিষয়টি তুলে ধরতে পারেন।"

আবেদনকারী ২০২৩ সালের CRAN ১ নম্বর আবেদনপত্রও পেশ করেছিলেন যেখানে তিনি লিপস এবং বাউন্ডস প্রাইভেট লিমিটেডের প্রাক্তন পরিচালক হিসেবে দাখিল করেছিলেন এবং ৩১.০১.২০১৪ পর্যন্ত সেখানে কর্মরত ছিলেন, পরবর্তীতে তিনি উক্ত কোম্পানির সিইও হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। আবেদনপত্রে যুক্তি দেওয়া হয়েছে যে ২১.০৮.২০২৩ তারিখে (সকাল ১১.৩৫ টা থেকে শুরু) একটি তল্লাশি ও জব্দ অভিযান চালানো হয়েছিল এবং ২২.০৮.২০২৩ (সকাল ৬.০০ টা পর্যন্ত) অব্যাহত ছিল। আবেদনপত্রে অভিযোগ করা হয়েছে যে, যেসব কম্পিউটার সিস্টেমের হার্ড ডিস্ক ড্রাইভ বিপরীত পক্ষ/ই.ডি. দ্বারা জব্দ করা হয়নি, সেই কম্পিউটার সিস্টেমের ক্ষেত্রে ১৬টি নতুন মাইক্রোসফ্ট এক্সেল ফাইল ডাউনলোড করে কম্পিউটার সিস্টেমে প্রবর্তন করা হয়েছে। সেই পরিমাণে একটি সাধারণ ডায়েরি এন্ট্রি দায়ের করা হয়েছিল, কলকাতা পুলিশের সাইবার সেল হার্ড ডিস্কটি জব্দ করে এবং তা কলকাতার সিএফএসএল-এ পাঠানো হয়েছিল।

ই.ডি. যুক্তি দিয়েছিলেন যে এটি দুর্ঘটনাজনিত ছিল কারণ তাদের একজন অফিসার তার সন্তানের জন্য হোস্টেলের থাকার ব্যবস্থা খুঁজছিলেন এবং অসাবধানতাবশত উক্ত ফাইলগুলি ডাউনলোড করা হয়ে থাকতে পারে। অন্যদিকে, আবেদনকারী বিদ্বেষের যুক্তি দিয়েছিলেন কারণ পরবর্তীতে অন্য কোনও কেন্দ্রীয় সংস্থা অনুসন্ধান চালিয়ে এটিকে 'শিক্ষক নিয়োগ কেলেঙ্কারির' অংশ হিসাবে বিবেচনা করতে পারত, যার ফলে আরও হয়রানির সৃষ্টি হয়েছিল কারণ তালিকা(গুলি)তে কেবল ডাউনলোড করা ফাইলগুলিতে শিক্ষার্থীদের নাম ছিল। যাইহোক, সিএফএসএল, কলকাতা তার মতামত দেওয়ার পরে, তদন্তকারী কর্মকর্তা একটি অঙ্গীকার করেছিলেন যে এই উপকরণগুলি কোনও তদন্তে ব্যবহার করা হবে না। ই.ডি. কর্মকর্তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল নীরব কিন্তু আদালতকে প্রচারণা বন্ধ করতে এবং বিষয়টি প্রসারিত করতে হস্তক্ষেপ করতে হয়েছিল কারণ সিআর.পি.সি. ধারা 482 এর অধীনে বর্তমান আবেদনের মূল বিষয় শুনানির শেষের দিকে বিচ্যুত হচ্ছিল।

এখন, মূলধারার যুক্তির কথা বলতে গেলে, আবেদনকারীর যুক্তির মূল কথা হল, তাঁর পক্ষ থেকে উদ্‌ধৃত করা উদাহরণের ভিত্তিতে তাঁকে বা তাঁর পরিবারের সদস্যদের হয়রানি বা অসুবিধার পূর্ববর্তী ঘটনাগুলি থেকে উদ্‌ভূত আশঙ্কা। আবেদনকারীর আশঙ্কা ছিল যে, ১৩.০৪.২০২৩ এবং ১৮.০৫.২০২৩ তারিখের হাইকোর্টের আদেশ অনুসারে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট পুলিশ কর্তৃপক্ষের মতো আচরণ করতে পারে। এই কারণেই ডঃ সিংভি বারবার তথ্যের ভিত্তিতে প্রচার করেছেন যে পিএমএলএ-এর অধীনে সংজ্ঞায়িত 'আবেদনকারীর বক্তব্য', 'কুন্তল ঘোষের চিঠি' এবং 'অপরাধের আয়'-এর মধ্যে কোনও সম্পর্ক থাকতে পারে না। অন্যদিকে, এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট আবেদনকারীর এই ধরনের যুক্তি অস্বীকার করার চেষ্টা করেছে এবং তাদের অবস্থান বজায় রেখেছে যে পিএমএলএ-এর ধারা ৫০-এর অধীনে জারি করা নোটিশটি শিক্ষক নিয়োগ কেলেঙ্কারির সাথে সম্পর্কিত।

যতদূর পর্যন্ত শিক্ষক নিয়োগ কেলেঙ্কারি যা এই মামলায় উল্লেখ করা হয়েছে, মামলার তদন্ত এমনভাবে চলছে যে পর্যায়ে আবেদনকারী ই. সি. আই. আর/কে. এল. জেড. ও-কে চ্যালেঞ্জ করে এই আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন- বর্তমান পর্যায়ের তুলনায় অপরিণত ছিল কারণ এর মধ্যে স্বীকারযোগ্য আবেদনকারী ই.. ডি অফিসে উপস্থিত ছিলেন। সমন জারি করা হচ্ছে। আরও অনুসন্ধান এবং বাজেয়াপ্তকরণও একটি এ করা হয়েছেঅফিস যেখানে তিনি একজন প্রাক্তন পরিচালক এবং বর্তমান সিইও হিসাবে স্বীকার করেন।

যে উপাদান শুধুমাত্র ই. ডি. দ্বারা এই আদালতের সামনে উপস্থাপন করা হয়েছিল তা হল সহ-অভিযুক্ত সুজয় কৃষ্ণ ভদ্রের বিবৃতি।

ডব্লু.পি .এ ৯৯৭৯ সহ ২০১৯ সালের ডব্লু.পি .এ ৭৯০৭-এ ২৯.০৮.২০২৩ তারিখের একটি আদেশে ২০২২ মাননীয় বিচারপতি অমৃতা সিনহা নিম্নরূপ রায় দিতে পেরে খুশি হয়েছেনঃ

> "এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটকে কোম্পানির মুখ্য এক্সিকিউটিভ অফিসারের বিষয়ে তদন্তের অগ্রগতি সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন দাখিল করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।"

একই মাননীয়া আদালত ১৪.০৯.২০২৩ তারিখের একটি আদেশে নিম্নলিখিত নির্দেশগুলি পাস করতে পেরে খুশি হয়েছিলঃ
"এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট পিএমএলএ-এর অধীনে অপরাধগুলি তদন্ত করছে। স্থগিত তারিখে নিম্নলিখিত নথিগুলি এই আদালতের সামনে উপস্থাপন করা হোক।

১. মেসার্স লিপস এবং বাউন্ডস প্রাইভেট লিমিটেডের প্রতিষ্ঠার তারিখ থেকে সম্পদের তালিকা।

২. মেসার্স লিপস এবং বাউন্ডস প্রাইভেট লিমিটেডের সমস্ত পরিচালক, সিইও এবং সকল সদস্যের সম্পদের তালিকা।

৩. মেসার্স লিপস এবং বাউন্ডস প্রাইভেট লিমিটেডের স্মারকলিপি।

৪. মেসার্স লিপস এবং বাউন্ডস প্রাইভেট লিমিটেডের অ্যাসোসিয়েশনের ধারা।

৫. মেসার্স লিপস এবং বাউন্ডস প্রাইভেট লিমিটেডের নিবন্ধনের তারিখ।"

২০১৯ সালের ডব্লি.উ.পিএ ৭৯০৭-এ ২০২২ সালের ডব্লিপিএ ৯৯৭৯-এর সঙ্গে গৃহীত ১৪.০৯.২০২৩ তারিখের পূর্বোক্ত আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে পরিস্থিতি সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়েছে যখন আবেদনকারী এই আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন যখন ই. ডি. দ্বারা ০৮.০৬.২০২৩-এ সমন জারি করা হয়েছিল।

এই আদালতের সামনে এই মামলায় ই.ডি. কেবলমাত্র চতুর্থ সম্পূরক অভিযোগের উপর নির্ভর করেছেন। অতএব, সুজয় কৃষ্ণ ভদ্রের (একজন অভিযুক্ত যিনি হেফাজতে আছেন) বিবৃতি ব্যতীত, ই.ডি. এই আদালতের সামনে আবেদনকারীকে চ্যালেঞ্জের অধীনে ইসিআইআরের সাথে সম্পর্কিত করার জন্য কোনও উপকরণ উপস্থাপন করেননি। এই বিষয়টি বিবেচনা করে আমি নির্দেশ দিচ্ছি যে, পিএমএলএ, ২০০২ এর ধারা ১৯ মেনে চলা ছাড়া ই.ডি. আবেদনকারীর বিরুদ্ধে কোনও জবরদস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না। ২০২৩ সালের এসসিসি অনলাইন এসসি ৯৩৪-এ উপ-পরিচালক এবং অন্যান্যদের দ্বারা উপ-পরিচালক দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা ভি. সেন্থিল বালাজি - বনাম রাজ্য মামলায় মাননীয় সুপ্রিম কোর্টের রায়ের ৩৯ অনুচ্ছেদে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, যা সুবিধার উদ্দেশ্যে নিম্নরূপে উল্লেখ করা হয়েছে:

> "৩৯. গ্রেপ্তার করার জন্য, একজন অনুমোদিত কর্মকর্তাকে তার কাছে থাকা উপকরণগুলি মূল্যায়ন এবং মূল্যায়ন করতে হবে। এই ধরনের উপকরণের মাধ্যমে, তিনি বিশ্বাস করার জন্য একটি কারণ তৈরি করবেন যে একজন ব্যক্তি PMLA, 2002 এর অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন। এরপর, কারণগুলি রেকর্ড করার বাধ্যতামূলক দায়িত্ব পালনের সময় তিনি গ্রেপ্তার করার স্বাধীনতা পাবেন। উক্ত অনুশীলনের পরে গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তিকে গ্রেপ্তারের কারণ সম্পর্কে তথ্য প্রদান করতে হবে। PMLA, 2002 এর ধারা 19(1) এর আদেশের যেকোনও অ-সম্মতি গ্রেপ্তারকেই বিকৃত করবে।

উপ-ধারা (২) অনুসারে, অনুমোদিত কর্মকর্তা গ্রেপ্তারের পরপরই, উপ-ধারা (১) অনুসারে আদেশের একটি অনুলিপি এবং তার হেফাজতে থাকা উপকরণ, যা তার বিশ্বাসের ভিত্তি তৈরি করে, একটি সিল করা খামে বিচারক কর্তৃপক্ষের কাছে প্রেরণ করবেন। বলা বাহুল্য, উপ-ধারা (২) মেনে চলাও গ্রেপ্তারকারী কর্তৃপক্ষের একটি গম্ভীর দায়িত্ব, যার কোনও ব্যতিক্রম নেই।"

ECIR/KLZO-II/19/2022 বাতিলের আবেদনের ক্ষেত্রে, আমার মতে, আবেদনকারী যে পর্যায়ে এই আদালতের কাছে আবেদন করেছিলেন তা তদন্তের বর্তমান পর্যায়ের তুলনায় অকালপ্রয়োজিত ছিল এবং তাই এতে হস্তক্ষেপ করা যাবে না।

উপরোক্ত পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে ২০২৩ সালের সিআরআর ২৬৫৩ নিষ্পত্তি করা হলো।

যদি কোনও আবেদনপত্র মুলতুবি থাকে, তাহলে তা নিষ্পত্তি করা হলো।

সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষ এই আদালতের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট থেকে যথাযথভাবে ডাউনলোড করা এই আদেশের সার্ভার কপির উপর ভিত্তি করে কাজ করবে।

এই আদেশের জরুরি ফটোস্ট্যাট প্রত্যয়িত অনুলিপি, যদি এর জন্য আবেদন করা হয়, তাহলে হবে সমস্ত প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা মেনে চলার পরে পক্ষগুলিকে সরবরাহ করা হয়।

(বিচারপতি,তীর্থঙ্কর ঘোষ)

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/DIGANTA MONDAL